
খবরের ঘন্টা
শুধুই ইতিবাচক ভাবনা
দীপাবলি
বিশেষ সংখ্যা
কালীপুজো • আলোর উৎসব
“আলো আমার আলো, ওগো আলোয় ভুবন ভরা,
আলো নয়ন ধোয়া আমার, আলো হৃদয় হরা।”
— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
সাধক রামপ্রসাদের গানভক্তি
মা মমতা, শক্তি ও সৃষ্টির চিরন্তন প্রতীক
কালী পুজো, সৃষ্টি, আলো ও মাতৃত্ব জীবনের গভীরতম দর্শন
দীপান্বিতা অমাবস্যার তাৎপর্য্য

GANAPATI HEALTHCARE

THE SPECIALIST & SUPER SPECIALIST POLYCLINIC
& ULTIMATE DIAGNOSTIC CENTRE.

- MULTISPECIALITY OPD
- MODERNIZED STATE OF THE ART LAB
- SOPHISTICATED ULTRASONOGRAPHY CENTRE
- PHARMACY

OPPOSITE TO NEW RAMAKRISHNA SEVA SADAN
NAZRUL SARANI, PAKURTALA MORE, ASHRAMPARA, SILIGURI- 734001

EXPERT DOCTORS UNDER ONE ROOF

CONSULTANT OPD SCHEDULE



DR. SIRSHENDU PAL
SENIOR CONSULTANT - MEDICINE & DIABETOLOGY
DAYS: MON, WED, SAT | TIME 11 AM TO 12 PM



DR. SHANKHA SEN
CONSULTANT - GENERAL MEDICINE
DAYS: TUE, FRI | TIME: 03-04 PM



DR. SAILAJA PRASAD GUPTA
GENERAL SURGEON
DAYS: MON-SAT | TIME: 02-03 PM



DR. SUBHODIP PRAMANIK
ENDOCRINOLOGIST
DAYS: THURSDAY | TIME: 05-06 PM



DR. BENU GOPAL DAS
ORTHOPAEDIC
DAYS : MON, TUE, WED, FRI, SAT
TIME : 10AM - 6PM



DR. ARKYA SAHA
PAEDIATRICIAN & NEONATOLOGIST
DAYS: MON, WED, FRI
TIME: 10-11 AM



DR. NABIN BISWAS
PAEDIATRICIAN & NEONATOLOGIS
DAYS: MON-SAT
TIME: 11 AM – 04 PM



DR. BISWADEV BASU MAJUMDAR
CARDIOLOGIST
DAYS : SATURDAY
TIME : 9AM - 10AM



SAYAR MRIDHA
PULMONOLOGIST
DAYS : MON - SAT
TIME : 9AM - 10AM



DR. GUNJAN HP PRASAD
HAEMATOLOGIST
DAYS : MON, WED, FRI
TIME : 6PM - 7PM

LABORATORY SERVICES: • PATHOLOGY • BIOCHEMISTRY • HAEMATOLOGY • MICROBIOLOGY • HISTOPATHOLOGY
RADIOLOGY: • HIGH FREQUENCY ULTRASONOGRAPHY • PEDIATRIC ECHO CARDIOGRAPHY • FETAL ECHO DOPPLER
CARDIOLOGY TESTS: • 12 CHANNEL ECG • ECHO CARDIOGRAPHY WITH COLOR DOPPLER

OUR FACILITIES

OPD | LABORATORY | USG | ECHO | DOPPLER | FETAL ECHO | ECG | PHARMACY

EXPERIENCED DOCTORS | ADVANCED TECHNOLOGY | COMPASSIONATE CARE | AFFORDABLE & RELIABLE

HOME BLOOD COLLECTION AVAILABLE

FOR APPOINTMENT
+91-9733050300
+91-9733068100

HOME COLLECTION NUMBER
8695502197 / 7908686948



GANAPATI HEALTHCARE
Dedicated To Your Wellbeing
Because Every Life Matters

Your Health, Our Priority

TERAI NURSING INSTITUTE

APPROVED BY WBNC & INC

"কন্যাশ্রী" ছাত্রীদের
STUDENT CREDIT CARD মাধ্যমে **GNM NURSING COURSE**
এ ভর্তি করান এবং নারী শিক্ষার বিস্তার ও নারী ক্ষমতায়ন এ একটি বলিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহন করুন



Free Addmission in Nursing GNM Course

Contact us for more information

99331-76656

www.terainursing.com

With best compliments from :

SACHITRA GROUP OF COMPANIES



MANUFACTURING :

- ★ TARAI FOUNDRY WORKS PVT.LTD
  M.S. STRUCTURALS & WIRE NAILS
- ★ SACHITRA ROLLING MILLS PVT.LTD.
  M.S. ROD M.S. FLATS &
  TORKARY BAR

MANUFACTURING :

- ★ SACHITRA STEEL INDUSTRIES (P) LTD
  GREEN TEA FACTORY
- ★ CHOUDHURY TRADE & INDUSTRIES
  HB WIRE, BLACK WIRE, WIRE NAILS
- ★ SACHITRA FOUNDRY & WIRE INDUSTRIES
  C.I. CASTING

AGRICULTURE :

- ★ BASANTA AGRICO-
  PLANTATION PVT.LTD.

RETAIL :

- ★ PAUL AUTOMOBILES
- ★ M&C IRON STORES
- ★ VIBGYOR ENTERPRISE

SILIGURI INDUSTRIAL ESTATE

SEVOKE ROAD,SILIGURI - 734001

74777 17100,01,02,03, 04,05,06,09, E-mail : mcislg2009@gmail.com

খবরের ঘন্টা

শুধুই ইতিবাচক ভাবনা

খবরের ঘন্টা

RNI NO. 141910 (OLD NO : WBBEN/2015/69355)

Special Issue

1st Nov to 30th Nov

KALI PUJA

শারদীয়া, ২১শে কার্তিক, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

নভেম্বর, ২০২৬ দীপাবলী

উপদেষ্টামণ্ডলী ঃ জ্যোৎস্না আগরওয়ালা (পরিবেশবিদ ও সমাজসেবী), ডাঃ শীর্ষেন্দু পাল গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য (লেখক), গৌতমবুদ্ধ রায়, মনা পাল (শিল্পোদ্যোগী.), তরুন মাইতি (সমাজকর্মী), রাজ বসু (ভ্রমণ গবেষক), দীপজ্যোতি চক্রবর্তী (পরিবেশবিদ), সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় (সমাজকর্মী), ডাঃ জি বি দাস (স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ), নির্মল কুমার পাল (সাধারণ সম্পাদক, হায়দরপাড়া স্পোর্টিং ক্লাব), সনৎ ভৌমিক (সমাজসেবী ও ব্যবসায়ী), সামসুল আলম (শিক্ষক), বিপ্লব সেনগুপ্ত (অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক এবং আইনজীবী), সাজু তালুকদার (সমাজসেবী, বীরপাড়া), নির্মলেন্দু দাস (কবি ও বিজ্ঞানী), ভাস্কর বিশ্বাস(সিভিল ইঞ্জিনীয়ার), অশোক রায় (পন্ডিচেরী), শিবেশ ভৌমিক (সমাজসেবী ও ব্যবসায়ী, বিধাননগর, শিলিগুড়ি), পুস্পজিৎ সরকার(শিক্ষক), ডঃ রঘুনাথ ঘোষ (অধ্যাপক, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়), অনিন্দিতা চ্যাটার্জী (আনন্দধারা সঙ্গীত একাডেমি, সঙ্গীত শিল্পী), সোনালি সামন্ত (রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত নার্স, বানারহাট) , ডঃ গৌরমোহন রায় (বিশিষ্ট লেখক ও সাহিত্যিক), পদ্মশ্রী ধনীরাম টোটো, বীরেন চন্দ (সম্পাদক, উত্তরধ্বনি পত্রিকা), নীতিশ বসু (চেয়ারম্যান, পূর্ণিমা বসু মেমোরিয়াল ট্রাস্ট), কমলেশ গুহ (সমাজসেবী, দ্য হিমালয়ান আই ইন্সটিটিউট), নন্দিতা ভৌমিক (বাচিক শিল্পী), সোমা দাস (শিক্ষিকা), পাঞ্চালি চক্রবর্তী (সঙ্গীত শিল্পী), প্রিসকিল্লা ইলোরা লাকড়া (সমাজসেবী, শিলিগুড়ি), ডঃ বিমল চন্দ, সুজিত ঘোষ (বাপি....হায়দরপাড়া ব্যবসায়ী সমিতি)

দাম ঃ ২০ টাকা

Editor : Bapi Ghosh

Cover : Sanjoy Kr. Shah

Laser Typing : Bapi Ghosh

Owner Bapi Ghosh, Printer Bapi Ghosh, Publisher Bapi Ghosh, Published from Matrivilla, Arabindapally Siliguri & Printed from Media Zone, Hakimpara (Ashrampara), Siliguri, Editor Bapi Ghosh

সম্পাদক ঃ বাপি ঘোষ। স্বত্তাধিকারী ঃ বাপি ঘোষ কর্তৃক মাতৃ ভিলা, অরবিন্দ পল্লী, শিলিগুড়ি থেকে প্রকাশিত এবং মিডিয়া জোন, হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি থেকে মুদ্রিত।

KHABARER GHANTA

Aurobinda Pally, Siliguri

e-mail : bapighosh300@gmail.com

Mobile : 98320-64424, 96418-59567 (Whatsapp)

এই পত্রিকায় প্রকাশিত যাবতীয় বিজ্ঞাপনের দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞাপনদাতার, দায়িত্ব পত্রিকার নয়। পত্রিকার লেখকদের মতামত নিজস্ব

সম্পাদক ঃ খবরের ঘন্টা।

সূচীপত্র

স্বামী বিবেকানন্দের মুসলিম ভাবনা.....অরবিন্দ দত্ত.....০৪

সাধক রামপ্রসাদের গানভক্তি, বেদনা ও জীবনের চিরন্তন দর্শন.....অপূর্ব সরকার.....০৮

দীপান্বিতা অমাবস্যার তাৎপর্য্য.....প্রসেনজিৎ দাস.....১০

মা মমতা, শক্তি ও সৃষ্টির চিরন্তন প্রতীক.....সুব্রত পাল.....১২

সুরের মূর্ছনায় বিজ্ঞান.....ড. অসমঞ্জ সরকার.....১৪

কালীপুজো অন্ধকার পেরিয়ে আলোর পথে...প্রসেনজিৎ দাস.....২১

কালী পুজো, সৃষ্টি, আলো ও মাতৃত্ব জীবনের গভীরতম দর্শন.....ডঃ জি বি দাস.....৩০

আমার শৈশবের কালীপুজো.....শিবেশ ভৌমিক.....৩২

আলোর উৎসবে মনের অন্ধকার দূর হোক, শব্দবাজিমুক্ত ও পরিবেশবান্ধব কালীপুজো হোক...নির্মল কুমার পাল.....৩৪

কেনো এলে.....অশোক রায়.....৩৭

আমি সংসারের সকল কলুষতা দূর করতে পারি .....নির্মলেন্দু দাস.....৩৮

অন্ধকার কেটে যাক.....উৎপল সরকার.....৩৮

কাঁচা হাতের লেখায় জীবনের পাকা কথা.....মুসাফীর.....৩৯

ঃঃ অণু গল্প ঃঃ

অমরের মা.....সোমা চক্রবর্তী.....১৭

কর্মাশিসের প্রার্থনা.....বাপি ঘোষ.....১৯

ঃঃ কবিতা ঃঃ

মা তোর এ-কেমন বিচার.....শ্রীমতি পপি সরকার ঘোষ.....২০

মায়ের কাছে উত্তর চাই.....কমলা সরকার.....২১

আশা.....রিয়া মুখার্জী.....২২

ঃঃ প্রতিবেদন ঃঃ

দীপাবলিতে মাটির প্রদীপের গুরুত্ব.....২৩

শতবর্ষে আনন্দময়ী কালীবাড়ি, ঐতিহ্যের শোভাযাত্রায় মাতল শিলিগুড়ি.....২৬

কালীপুজোয় লাল জবার বদর, দাম বাড়ার ইঙ্গিত.....২৮

প্রতিমা বিসর্জনের দূষণ রুখতে বার্তা, বিকল্প ভাবনা জ্যোৎস্নার.....২৮

সাহিত্য সংস্কৃতির মিলন মেলায় কবি সাহিত্যিকদের সম্মিলন, প্রকাশিত তিন সংকলন.....২৬

খবরের ঘন্টা এখন শুধু প্রিন্ট মিডিয়াতেই নেই, খবরের ঘন্টা রয়েছে বিভিন্ন সোস্যাল মিডিয়াতেও।

You Tube Link :
https://youtube.com/@KHABARERGHANTA
Facebook Page Link :
https://www.facebook.com/slgkg/
Google Web Portal :
www.khabarerghanta.in


মহানন্দা বাঁচানোর লড়াইয়ে অনন্য মুখ
জ্যোৎস্না আগরওয়ালা
সমাজসেবা, পরিবেশ রক্ষা ও
উত্তরবঙ্গের সংস্কৃতির বিকাশে নিরলস প্রয়াস
শিলিগুড়ির সমাজসেবা ও পরিবেশ আন্দোলনের পরিচিত মুখ জ্যোৎস্না আগরওয়ালা। পেশায় ইনকাম ট্যাক্সের আইনজীবী হলেও সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা এবং প্রকৃতিকে রক্ষা করার অঙ্গীকার তাঁকে এক অন্য পরিচয়ে প্রতিষ্ঠিত করেছে। মহানন্দা নদীকে বাঁচিয়ে রাখা এবং তার ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে তিনি দীর্ঘদিন ধরে নিরলসভাবে কাজ করে চলেছেন। মহানন্দা বাঁচাও কমিটির উদ্যোগে প্রতি পূর্ণিমায় মহানন্দা নদীর তীরে আয়োজিত হচ্ছে মহানন্দা আরতি। নদীর প্রতি মানুষের ভালোবাসা, শ্রদ্ধা ও সচেতনতা বাড়ানোর পাশাপাশি এই উদ্যোগ মহানন্দাকে ঘিরে এক নতুন সাংস্কৃতিক আবহ তৈরি করেছে। শুধু নদী সংরক্ষণই নয়, উত্তরবঙ্গের লোকসংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রসারেও তাঁর ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। উত্তরবঙ্গ পৌষ মেলা ট্রাস্টের মাধ্যমে এ ক্ষেত্রে নানা উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে। প্রতিবছর ডিসেম্বর মাসের শেষদিকে সূর্যসেন পার্কের পাশে বসে উত্তরবঙ্গ পৌষ মেলা। এই মেলা হয়ে উঠেছে স্থানীয় সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও মানুষের মিলনমেলার এক গুরুত্বপূর্ণ মঞ্চ। মহানন্দা নদীকে কেন্দ্র করে শিলিগুড়ির পরিকাঠামোগত উন্নয়ন ও সৌন্দর্যায়নের বিভিন্ন উদ্যোগের নেপথ্যেও রয়েছে তাঁর সক্রিয় ভূমিকা। সূর্যসেন পার্ক সংলগ্ন মহানন্দা নদীর ধারে বিকল্প রাস্তা নির্মাণ, মহানন্দা সেতুর নিচ দিয়ে রাস্তা তৈরির উদ্যোগ এবং নদীর দুই পাড়ের সৌন্দর্যায়নের মতো পরিকল্পনাগুলিতে তিনি পথপ্রদর্শকের ভূমিকা পালন করে চলেছেন। একদিকে আইনজীবী, অন্যদিকে সমাজসেবী, পরিবেশপ্রেমী এবং মহানন্দা বাঁচাও আন্দোলনের অন্যতম নেতৃত্ব; বিভিন্ন পরিচয়ের সমন্বয়ে জ্যোৎস্না আগরওয়ালা আজ শিলিগুড়ির সামাজিক কর্মকাণ্ডে এক বিশেষ নাম। দেবীপক্ষের পুণ্যলগ্নে এবং শ্যামা মায়ের আরাধনার এই শুভ সময়ে তাঁর প্রতি রইল খবরের ঘন্টার আন্তরিক শুভেচ্ছা, শ্রদ্ধা ও অভিনন্দন। উল্লেখ্য, জ্যোৎস্না আগরওয়ালা খবরের ঘন্টার উপদেষ্টা মণ্ডলীর সদস্যা এবং পত্রিকার এক বিশেষ শুভানুধ্যায়ী। সমাজ ও পরিবেশের কল্যাণে তাঁর এই নিরন্তর পথচলা আগামী দিনেও আরও প্রসারিত হোক; এই কামনাই করে খবরের ঘন্টা।
খবরের ঘন্টা
ইতিবাচক ভাবনা • ইতিবাচক সংবাদ

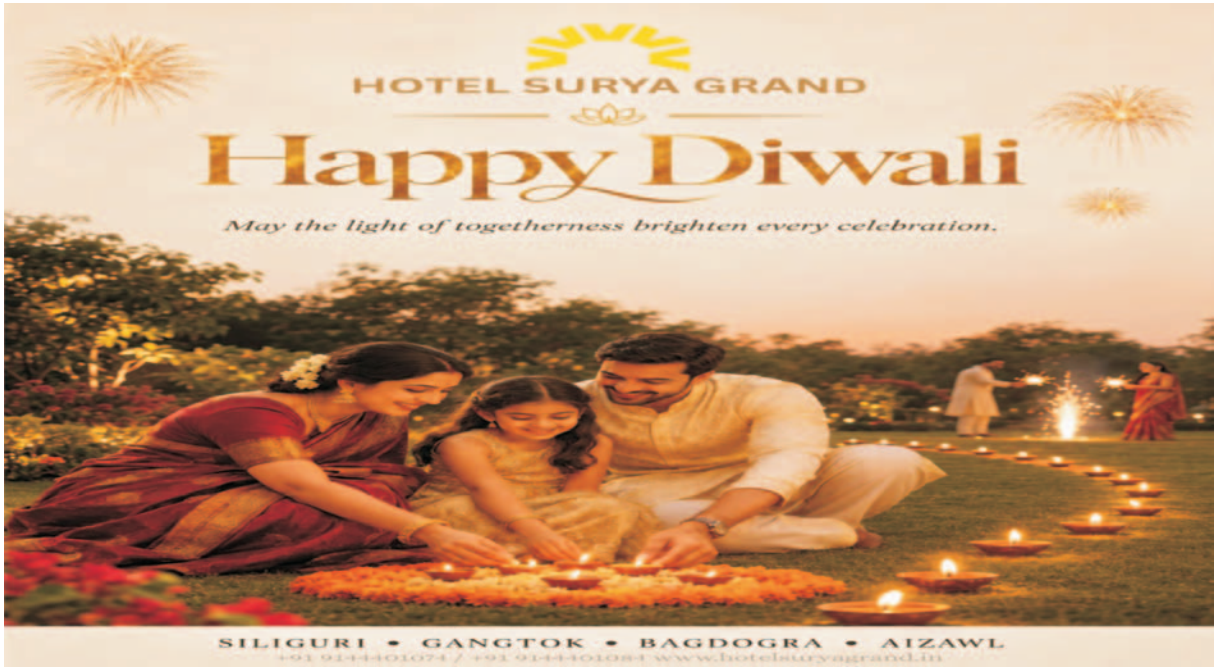
সম্পাদকীয়

আলোর উৎসবে আলোকিত হোক মন



কালীপুজো ও দীপাবলি মানেই অন্ধকারের বুকে আলোর জয়গান। প্রদীপের শিখা আমাদের মনে করিয়ে দেয়, অশুভ ও হতাশাকে দূরে সরিয়ে আশার আলোয় এগিয়ে চলাই জীবনের প্রকৃত অর্থ। উৎসবের আনন্দ ছড়িয়ে পড়ুক প্রতিটি ঘরে, প্রতিটি মানুষের মনে। তবে শব্দবাজি ও দূষণমুক্ত পরিবেশে উৎসব পালন হোক আমাদের অঙ্গীকার। মানুষের প্রতি ভালোবাসা, সহমর্মিতা ও সম্প্রীতির আলোয় আলোকিত হোক সমাজ। এই দীপাবলিতে প্রার্থনা, সবার জীবন ভরে উঠুক শান্তি, সুস্বাস্থ্য ও নতুন আশার আলোয়।

খবরের ঘন্টার পক্ষ থেকে সকলকে জানাই শুভ কালীপুজো ও দীপাবলির আন্তরিক শুভেচ্ছা।



স্বামী বিবেকানন্দের মুসলিম-ভাবনা

অরবিন্দ দত্ত (দেশবন্ধু পাড়া, শিলিগুড়ি)



স্বামী বিবেকানন্দের মুসলিম-ভাবনা, ধর্মীয় সহিষ্ণুতা এবং হিন্দুধর্মের সাম্প্রদায়িকীকরণ নিয়ে আলোচনা করতে গেলে তাঁর বক্তব্য, চিঠিপত্র এবং জীবনের ঘটনাগুলিকে একসঙ্গে দেখতে হবে। কারণ, স্বামীজির ধর্মচিন্তার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল--নিজের ধর্মের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা রেখেও অন্য ধর্মের মানুষকে সম্মান করা এবং মানুষের মধ্যে বিভেদ কমানো।

স্বামী বিবেকানন্দকে শুধু হিন্দু পুনর্জাগরণের প্রবক্তা হিসেবে দেখলে তাঁর চিন্তার একটি দিক সামনে আসে; আবার তাঁর সর্বধর্মসমন্বয়, মানবসেবা ও ধর্মীয় সহিষ্ণুতার বক্তব্যগুলিও সমান গুরুত্ব দিয়ে পড়তে হয়।

স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৯৮ সালে কাশ্মীরে অবস্থানকালে তাঁর এক মুসলিম মাঝির চার বছরের কন্যাকে দেবী উমা হিসেবে পুজো করেছিলেন। ঘটনাটি ভগিনী নিবেদিতার স্মৃতিচারণে উল্লেখিত হয়েছে।

এই ঘটনার তাৎপর্য হলো, তিনি একটি মুসলিম পরিবারের শিশুকন্যার মধ্যেও দেবীমাতৃকার রূপ উপলব্ধি করেছিলেন। তবে এটিকে সব মুসলিমের ধর্মীয় বিশ্বাসের সঙ্গে হিন্দু উপাসনার একাত্মতা হিসেবে ব্যাখ্যা করা ঠিক হবে না; এটি ছিল স্বামীজির নিজস্ব আধ্যাত্মিক উপলব্ধি।

মুসলিমদের সম্পর্কে স্বামীজির ইতিবাচক বক্তব্য

ইসলামি সাম্যের প্রশংসা----১৮৯৮ সালের ১০ জুন আলমোড়া থেকে মহম্মদ সরফরাজ হুসেনকে লেখা চিঠিতে স্বামীজি ইসলামের সাম্যের দিকটি বিশেষভাবে উল্লেখ করেন।তিনি লেখেন, ইসলামই এমন একটি ধর্ম, যার অনুসারীদের মধ্যে সাম্যের ধারণা বাস্তব জীবনে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর বক্তব্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল, বেদান্তের তত্ত্বকে বাস্তব জীবনে কার্যকর করতে ইসলামের



ব্যবহারিক সাম্যবোধের সাহায্য প্রয়োজন।অর্থাৎ, তাঁর বক্তব্যে শুধু অন্য ধর্মের প্রতি সহিষ্ণুতা ছিল না; অন্য ধর্মের কাছ থেকেও শেখার মানসিকতা ছিল।

হিন্দু ও মুসলিমের সমন্বয়েই ভারতের ভবিষ্যৎ

একই চিঠিতে স্বামীজি লিখেছিলেন আমাদের মাতৃভূমির জন্য হিন্দুধর্ম ও ইসলামের দুই মহান ধারার সমন্বয়ই একমাত্র আশা;বেদান্তের মস্তিষ্ক এবং ইসলামের দেহ।এই কথার মধ্য দিয়ে তিনি ভারতীয় সমাজে হিন্দু ও মুসলিম ঐতিহ্যের পারস্পরিক পরিপূরক ভূমিকার কথা বলেছিলেন। তাঁর কল্পিত ভবিষ্যৎ ভারত ছিল দুই ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক ধারার সমন্বয়ে গড়ে ওঠা ভারত, যেখানে বিরোধের পরিবর্তে সহযোগিতা গুরুত্ব পাবে।

সব ধর্মকে গ্রহণ করার বার্তা

১৮৯৩ সালের শিকাগো ধর্মমহাসভায় তাঁর বক্তব্য থেকে শুরু করে পরবর্তী ধর্মবিষয়ক বক্তৃতাগুলিতে একটি মূল ভাবনা বারবার ফিরে এসেছে;শুধু অন্য ধর্মকে সহ্য করা নয়, তার মধ্যেও সত্য ও মূল্যবোধের সন্ধান করা।

সর্বজনীন ধর্ম সম্পর্কে তাঁর বক্তৃতায় তিনি বলেছিলেন যে তিনি মুসলিমের মসজিদে যাবেন, খ্রিস্টানের গির্জায় প্রবেশ করবেন এবং বৌদ্ধের মন্দিরেও যাবেন।এই বক্তব্যের মূল শিক্ষা হলো, ধর্মীয় পরিচয় আলাদা হলেও মানুষের সত্যসন্ধান ও ঈশ্বরচেতনার প্রতি সম্মান থাকা উচিত।

মুসলিমদের ভ্রাতৃত্ববোধের স্বীকৃতি

ইসলাম সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে স্বামীজি মুসলিম সমাজে ধর্মীয় পরিচয়ের ভিত্তিতে ভ্রাতৃত্ব ও পারস্পরিক সাম্যের যে আদর্শ রয়েছে, তার প্রশংসা করেছিলেন। তিনি বিশেষভাবে উল্লেখ করেছিলেন, ইসলামে সামাজিক অবস্থান নির্বিশেষে একই ধর্মের অনুসারীদের ভ্রাতৃত্বের ধারণা গুরুত্বপূর্ণ।এখানে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল তুলনামূলক একটি ধর্মের বিশেষ গুণ অন্য ধর্মের মানুষও গ্রহণ করতে পারেন।

তাহলে কি স্বামী বিবেকানন্দ হিন্দুধর্মের সাম্প্রদায়িকীকরণ চেয়েছিলেন?

এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হলে দুটি বিষয় আলাদা করে দেখা দরকার;হিন্দুধর্মের পুনর্জাগরণ এবং ধর্মের নামে সাম্প্রদায়িক বিভাজন।



স্বামীজি হিন্দুধর্মের শক্তি, আত্মবিশ্বাস ও সাংস্কৃতিক পুনর্জাগরণ চেয়েছিলেন। তিনি ভারতীয়দের নিজেদের ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতন হতে, দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে এবং সংগঠিত হতে বলেছিলেন। কিন্তু তাঁর সর্বজনীন ধর্মের ধারণা এবং ১৮৯৮ সালের চিঠি দেখলে বোঝা যায়, অন্য ধর্মকে বাদ দিয়ে বা হিন্দু-মুসলিম বিরোধকে স্থায়ী করে ভারত গড়ার ধারণা তাঁর সমন্বয়বাদী বক্তব্যের সঙ্গে মেলে না।

ধর্মের আগে মানুষমানুষের ধর্মীয় পরিচয় আলাদা হতে পারে, কিন্তু তার মর্যাদা, মানবিক অধিকার ও সম্মানকে ছোট করা উচিত নয়।

অন্যের কাছ থেকেও শেখা দরকার। নিজের ঐতিহ্যকে ভালোবাসার অর্থ অন্যের ভালো দিকগুলি অস্বীকার করা নয়। স্বামীজির ১৮৯৮ সালের চিঠি এই শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ।

ধর্মীয় বিভেদের বদলে সমন্বয় ।ভিন্ন ধর্মের মানুষের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধা, সহযোগিতা ও সংলাপ বজায় রাখা সামাজিক শান্তির জন্য গুরুত্বপূর্ণ।





সকলকে দীপাবলি উপলক্ষ্যে শুভেচ্ছা ঃ

শিবেশ ভৌমিক







সভাপতি, বিধাননগর ব্যবসায়ী সমিতি
শিলিগুড়ি মহকুমা, দার্জিলিং

সাধক রামপ্রসাদের গান ভক্তি, বেদনা ও জীবনের চিরন্তন দর্শন

অপূর্ব সরকার (নদীয়া)



বাংলার শাক্তসাধনার ইতিহাসে সাধক রামপ্রসাদ সেন এক অবিস্মরণীয় নাম। অষ্টাদশ শতকের এই সাধক-কবি মা কালীর প্রতি গভীর ভক্তি, অভিমান, ভালোবাসা ও আত্মসমর্পণের অনুভূতিকে গানের ভাষায় প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর গান বাংলা সাহিত্যে রামপ্রসাদী গান নামে পরিচিত। রামপ্রসাদের গানের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হলো, তিনি দেবী কালীর সঙ্গে দূরের কোনও দেবতার মতো কথা বলেননি। কখনও মাকে নিজের সন্তানসুলভ অভিমানের কথা বলেছেন, কখনও দুঃখের দিনে মায়ের কাছে আশ্রয় চেয়েছেন, আবার কখনও জীবন ও জগতের রহস্য নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। তাঁর কাছে মা কালী শুধু মহাশক্তি নন, তিনি ঘরের মা;যাঁর কাছে মানুষের সমস্ত দুঃখ, ক্ষোভ, ব্যর্থতা ও ভালোবাসা অকপটে বলা যায়।

১. সাধক রামপ্রসাদের কয়েকটি বিখ্যাত গান

রামপ্রসাদের বহু গান আজও কালীপুজো, শ্যামাসংগীতের আসর এবং ভক্তিমূলক অনুষ্ঠানে গাওয়া হয়। তাঁর কয়েকটি বহুল পরিচিত গানের নাম ও ভাবার্থ নিচে দেওয়া হলো।

১. সকলি তোমারি ইচ্ছা, ইচ্ছাময়ী তারা তুমি

এই গানে ঈশ্বরের ইচ্ছার কাছে মানুষের আত্মসমর্পণের ভাব প্রকাশ পেয়েছে। জীবনের সবকিছু নিজের নিয়ন্ত্রণে নেই;এই সত্য মেনে নেওয়ার দর্শন এতে রয়েছে।

২. মন রে কৃষিকাজ জানো না

মনকে কৃষকের সঙ্গে তুলনা করে এই গানের ভাব আমাদের শেখায়, মানুষের জীবন একটি জমির মতো। যত্ন, সাধনা ও সৎকর্মের মাধ্যমে সেই জমিতে ভালো ফল ফলাতে হয়।

৩. ডুব দে রে মন কালী বলে

এই গানের মূল ভাব হলো বাহ্যিক আচারেই আটকে না থেকে নিজের অন্তরের গভীরে ঈশ্বরকে খোঁজা। ভক্তির গভীরতা ও আত্মঅনুসন্ধান এখানে মুখ্য।

With Best Compliments From :~

Ph. : 0353-2526499
Cell : +91 9679640492
E-mail : ghoshsamrat18@yahoo.com

SHAMBHUNATH GUEST HOUSE



Making Luxury Affordable

Rasiklal Ghosh Sarani, Opp. Hotel Gateway
Sevoke Road, Siliguri, Pin - 734001, W.B.

With Best Compliments From :

Gopal Paul

CELL : 98320-52694
98320-48871

Shyamali Mistanna Bhandar

SMB শ্যামলী মিষ্টান্ন ভান্ডার

লালা লাজপত রায় রোড, হায়দার পাড়া, শিলিগুড়ি-734006, ফোনঃ 98320-52694, 98320-48871

All Kinds of Sweets & Dohi available here

WE TAKE ORDERS ALL KINDS OF PARTY & MARRIAGE











Lala Lajpat Rai Road, Haiderpara Bazar, Siliguri-734006

দীপান্বিতা অমাবস্যার তাৎপর্য্য

প্রসেনজিৎ দাস (আলিপুরদুয়ার)



দীপান্বিতা অমাবস্যার সবচেয়ে গভীর তাৎপর্য শুধু বাহ্যিক আলোয় নয়, অন্তরের আলোয়। মানুষের মনের হিংসা, অহংকার, লোভ ও বিদ্বেষ দূর করে ভালোবাসা, সহমর্মিতা ও মানবিকতার আলো জ্বালানোই এই উৎসবের অন্যতম সুন্দর বার্তা।

দার্শনিক তাৎপর্য অমাবস্যার অন্ধকার আমাদের জীবনের দুঃখ ও সংকটের কথা মনে করিয়ে দেয়, আর একটি ছোট্ট প্রদীপ শেখায়;অন্ধকার যত গভীরই হোক, সামান্য আলোও তার সঙ্গে লড়াই করতে পারে।

তাই দীপান্বিতা অমাবস্যার প্রার্থনা হোক;

শুধু প্রদীপের শিখা নয়, জ্বলে উঠুক বিবেকের আলো। শুধু মন্দির নয়, আলোকিত হোক মানুষের হৃদয়। অশুভের বিনাশ হোক, শুভবুদ্ধির জয় হোক, আর প্রতিটি প্রাণে জেগে উঠুক মানবতার দীপশিখা। শুভ দীপান্বিতা অমাবস্যা ও কালীপুজোর আন্তরিক শুভেচ্ছা।



সকলকে দীপাবলি উপলক্ষ্যে শুভেচ্ছা ঃ

PRATIK MEDICO

Hill Cart Road, Siliguri
Ph. : (0353) 2431528 / 9832384924 / 8509112929

PANEL OF CONSULTANTS

Dr. Sankha S. Sen
Consultant Internal Medicine & Diabetology
FACP (USA) MD. Medicine (Gold Medalist)
MBBS (Cal) (Gold Medalist)
Monday to Saturday : 12 noon to 2 pm.

Dr. Sajjan Agarwala
DCH, MD (PAED)
New Born & Child Specialist
Ex. Sr. Reg. Bombay Hospital, Mumbai
Mobile :98320-16660
Time : 12 to 2 pm & 6 pm to 8 pm

Dr. Sailesh Roy
Consultant Gynecologist
MS. DGO. (O&G) FICS (USA),
FICOG, FMAS, FICMCH
Monday to Friday : 11 am to 1 pm.
Saturday on Appointments

Dr. Sutanay Bhattacharyya
MD Medicine Safdarjung Hospital, New Delhi
DM Nephrology, Dr RML Hospital New Delhi
Time : 6 pm Monday, Wednesday, Friday (On Appointment)
Mob. : 85091-12929, 98323-84924

Dr. Arunava Datta
Consultant Psychiatrist
MBBS, MD-Psychiatrist
Monday to Saturday : 2 pm to 6 pm.

Dr. Ujjwal Kejariwal
MBBS, MS (Orthopaedics), FRIS, FIASM
Fellowship in Russian Ilizarov Surgery
Fellowship in Arthroscopy & Sports Medicine
Senior Orthopaedic Consultant
Reg. No. 88948 (WBMC)
EXPERTISE IN :
Simple and Complex Orthopaedic Trauma Surgery
Joint Replacement Surgery
Arthroscopy & Sports Medicine
Illizarov Surgery & Deformity Correction
Paediatric Orthopaedics
Pelvi-Acetabular Surgery

Dr. Piyush Kumar Patawari
MBBS MS, M. Ch. (UROLOGY) (KOLKATA)
Consultant Urologist-Uro-Surgeon
Endourologist, Uro-Oncologist, Andrologist
Trained in Advanced Laparoscopic Surgery
Regd. No. 91526
Time : 9 am - 7 pm
Cell : +91 98000 30690

Home Delivery of Medicines also Done.
(Contact : 9832653589)

মা মমতা, শক্তি ও সৃষ্টির চিরন্তন প্রতীক

সুব্রত পাল (জলপাইগুড়ি)

মা--মাত্র একটি শব্দ, অথচ তার মধ্যে লুকিয়ে আছে সমগ্র পৃথিবী। মা মানে মমতা, আশ্রয়, ত্যাগ, ভালোবাসা ও নির্ভরতার এক চিরন্তন অনুভূতি। পৌরাণিক কাহিনিতে মা কখনও আদিশক্তি, কখনও পার্বতী, কখনও যশোদা। আধ্যাত্মিক জগতে মা হলেন করুণা ও মুক্তির পথপ্রদর্শক। আর আধুনিক মা সংসারের দায়িত্ব সামলানোর পাশাপাশি নিজের স্বপ্ন, আত্মমর্যাদা ও স্বাধীনতাকেও এগিয়ে নিয়ে চলেন।

মা কালী শক্তি, সময়, পরিবর্তন ও অশুভ বিনাশের প্রতীক। 'কালী' শব্দটি 'কাল' অর্থাৎ সময়ের ধারণার সঙ্গে সম্পর্কিত। তাঁর ভয়ংকর রূপের আড়ালেও ভক্তের কাছে রয়েছে আশ্রয় ও অভয়ের বার্তা। বাংলার শ্যামা কালী ভক্তের হৃদয়ে বিশেষভাবে স্নেহময়ী মাতৃরূপে প্রতিষ্ঠিত। রামপ্রসাদের শ্যামাসংগীতে ফুটে উঠেছে মা ও সন্তানের অন্তরঙ্গ সম্পর্ক।

মা শুধু জন্মদাত্রী নন, তিনি প্রকৃতি, ধরিত্রী ও মাতৃভূমিরও প্রতীক। মায়ের প্রকৃত শিক্ষা হলো--ভালোবাসতে শেখা, অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো এবং সকল মানুষের মর্যাদা রক্ষা করা। যে সমাজ মাকে সম্মান করে, সেই সমাজের প্রতিটি নারীর সম্মান ও স্বাধীনতাও রক্ষা করা উচিত।





With Best Compliments From



HOTEL DOLLY PVT. LTD.



Bidhan Road, Siliguri -734401

Phone : 0353-2777223/2640388/89,0353-2777226

E mail : hotel_dolly@yahoo.co.in, Website : www.hoteldollyin.com

সুরের মূর্ছনায় বিজ্ঞান

ড.অসমঞ্জ সরকার (শিবমন্দির)



সঙ্গীত ভালবাসে না এমন মানুষ বিরল। সঙ্গীতের মধ্যে আধ্যাত্মিকভাবে পরিপুষ্ট, সমৃদ্ধ গানগুলি মানুষের মনকে অনেক বেশি প্রভাবিত করে ও আকর্ষণ করে। স্বামী বিবেকানন্দের কথায়, যাঁরা সঙ্গীতটি বোঝেন তাদের নিকট এটি সর্ব্বোচ উপাসনা । ভক্তিগীতি যেমন শ্যামাসংগীত, কীর্তন, শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তিগীতি, স্বরূপানন্দ সঙ্গীত, কালি কীর্তন, পদাবলী কীর্তন, ভজন বা মার্গ সঙ্গীত আমাদের মনকে নিয়ে যায় এমন এক স্তরে,যেখানে রয়েছে অপার শান্তি, তৃপ্তি ও অপরিসীম আনন্দ। আমাদের মন সাংসারিক কোন কারণে যখন দুখে ভারাক্রান্ত, বিষন্ন তখনই আধ্যাত্মিক সঙ্গীত আমাদের নিকট যেন সঞ্জীবনীসুধা বহন করে আনে এবং মনকে করে শান্ত, স্থিতিশীল ও প্রদাহমুক্ত। মুহূর্তে সমস্ত বিষাদ দূরীভূত হয়ে মন হয় প্রফুল্ল।

এবারে আমরা জানতে চেষ্টা করবো , কেন এমন হয় ! এর পেছনে কোনো বৈজ্ঞানিক যুক্তি আছে কিনা । অবশ্যই আছে। এবারে সেটাই আমরা এখানে আলোচনা করবো। যখন আমরা ভক্তিগীতি বা কোন মার্গ সঙ্গীত মন দিয়ে শুনি , সেসময় এই গানগুলো মানুষের স্নায়ুতন্ত্রকে শান্ত করে এক ধ্যানমগ্ন অবস্থার সৃষ্টি করে। নিউরো-এন্ডোক্রিনোলজি এবং মিউজিক থেরাপির বৈজ্ঞানিক ভিত্তি অনুযায়ী ভক্তিগীতি শোনার সময় মানবদেহে প্রধান যে হরমোনগত পরিবর্তনগুলো ঘটে তার বিস্তারিতভাবে এখানে আলোচনা করা হয়েছে।

১) স্ট্রেস হরমোনকর্টিসল হল মানবদেহের প্রধান স্ট্রেস হরমোন বা মানসিক চাপের হরমোন। যখন আমরা ভক্তিগীতি যেমন কোন ভজন বা শ্যামাসংগীত শুনি সেই সঙ্গীতের ভক্তিভরা সুর ও লয় তখন আমাদের মস্তিষ্কের অ্যামিগডালাকে ,যা কিনা স্মৃতি প্রক্রিয়া করণ, সিদ্ধান্ত গ্রহন ও সংবেদনশীল প্রতিক্রিয়াগুলোতে নিজ প্রভাব বিস্তার করে, শান্ত রাখে। এর ফলে রক্তে কর্টিসল হরমোনের মাত্রা দ্রুত হ্রাস পায় এবং মানসিক চাপ ও উদ্বেগ দূর হয়। মন থাকে দুশ্চিন্তা মুক্ত ও প্রশান্ত।

২) আনন্দ ও মানসিক প্রশান্তি বৃদ্ধি কারী হরমোন

শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তিগীতি, স্বরূপানন্দ সঙ্গীত বা কীর্তন শোনার সময়



আমাদের মস্তিষ্কে বেশ কিছু ফিল গুড বা আনন্দদায়ক হরমোন ও নিউরোট্রান্সমিটার নিসৃত হয় ।

ঃ) ক) ডোপামিন সঙ্গীতের চমৎকার সুর ,তাল ও লয় মস্তিষ্কের রিওয়ার্ড সেন্টার বা আনন্দ কেন্দ্রকে উদ্দীপিত করে। এরফলে ডোপামিন বা ফিল গুড হরমোন নিঃসৃত হয়, যা মানুষকে প্রফুল্ল ও উজ্জীবিত রাখে।

ঃ)খ) সেরোটোনিন এইসব মধুর সঙ্গীতের আধ্যাত্মিক বাণী , তার অর্থ, ধীরস্থির লয় ও সুর মানুষের মেজাজ বা মুড ভালো করতে সাহায্য করে। এরফলে সেরোটোনিন হরমোনের ক্ষরণ বৃদ্ধি পায় যা বিষন্নতা ও একাকীত্ব দূর করে। মন হয় শান্ত ও আনন্দে ভরপুর।

গ) এন্ডোরফিন আধ্যাত্মিক ভাবে সমৃদ্ধ গানের সুর দেহে একধরণের প্রাকৃতিক প্রশান্তি এনে দেয়, যা এন্ডোরফিন হরমোন ক্ষরণ বাড়িয়ে তোলে। এরফলে শরীরের ক্লান্তি দূর হয় এবং মৃদু ব্যাথা উপশম করতে কার্যকর হয়। অর্থাৎ শরির ও মন সতেজ হয়ে ওঠে। যেন নতুন প্রভাত।

ঃঘ) অক্সিটোসিন শ্যামাসংগীত বা ভক্তিমূলক গান মা ও সন্তানের মধ্যে গভীর টান, আব্দার ও ভক্তির সম্পর্ক ফুটিয়ে তোলে। এই ধরণের গান শুনলে মানব- মস্তিষ্কে অক্সিটোসিন বা লাভ হরমোন এর ক্ষরণ অনেকটা বৃদ্ধি পায়। তাতে করে মানুষের মনে ভালবাসা, মানসিক সংযোগ এবং পরম সুরক্ষার অনুভূতি জেগে ওঠে। মন খুশিতে ও অনাবিল তৃপ্তিতে ভরে ওঠে।

৩) ঘুম ও মেজাজ নিয়ন্ত্রণকারী হরমোন

মেলাটোনিন রাতের বেলা মৃদু স্বরে কোন ভক্তিগীতি বা ভজন বা কীর্তন চালিয়ে দিলে সেই সঙ্গীতের ধীর গতি মানুষের শরীরে মেলাটোনিন হরমোনের ক্ষরণ বাড়িয়ে দেয় অনেকাংশে।ফলে উদ্দীপনা জাগে , যা শরীরকে শিথিল করে দ্রুত এবং গভীর ঘুমে তলিয়ে যেতে সাহায্য করে। ভাল ঘুমের ফলে শরীর ও মন থাকে তরতাজা। আমাদের কর্মক্ষমতা যায় বেড়ে।

এই পর্যালোচনা থেকে আমরা স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে , বিজ্ঞান সম্মতভাবে আধ্যাত্মিক ধ্যান-ধারণায় পরিপূর্ণ সঙ্গীত আমাদের শারীরিক ও মানসিক দুই ভাবে প্রভাবিত করে ও উন্নতমানের জীবন যাপন সম্ভব করে তোলে।

মানসিক স্বাস্থ্য ও মানসিক রোগ সম্পর্কে সচেতনতায় ৫টি গুরুত্বপূর্ণ বার্তা

১. মানসিক স্বাস্থ্যও শারীরিক স্বাস্থ্যের মতোই গুরুত্বপূর্ণ। মন খারাপ, উদ্বেগ, ভয় বা মানসিক চাপকে অবহেলা করবেন না।

২. মানসিক রোগ কোনও লজ্জা বা দুর্বলতার বিষয় নয়। প্রয়োজন হলে মনোরোগ বিশেষজ্ঞ বা মনোবিদের পরামর্শ নিন।

৩. মনের কথা খুলে বলুন। পরিবার, বন্ধু কিংবা কাছের মানুষের সঙ্গে নিজের সমস্যা ভাগ করে নিন। কাউকে একাকিত্বে ভুগতে দেবেন না।

৪. সুস্থ জীবনযাপন করুন। নিয়মিত ঘুম, পুষ্টিকর খাবার, শরীরচর্চা, প্রকৃতির সান্নিধ্য এবং সৃজনশীল কাজ মানসিক সুস্থতায় সাহায্য করে।

৫. মানসিক রোগে আক্রান্ত মানুষকে অবহেলা বা বিদ্রূপ নয়, ভালোবাসা ও সহযোগিতা করুন। সময়মতো চিকিৎসা ও পরিবারের সহায়তায় অনেকেই সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবন ফিরে পেতে পারেন।

সচেতনতার বার্তা মন ভালো রাখুন, মনের যত্ন নিন। মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে নীরবতা নয়, কথা বলুন।

প্রচারে

ওয়েস্টবেঙ্গল ভলান্টারি হেলথ এসোসিয়েশন, শিলিগুড়ি, কার্যালয় বাগডোগরা

সকলকে দীপাবলির শুভেচ্ছা, সবাই ভালো থাকুন

সকলকে দীপাবলি উপলক্ষ্যে শুভেচ্ছা ঃ

মা তারা ডিস্ট্রিবিউটার্স



উত্তম কুমার সাহা

সুভাষ মার্কেট, বিধান মার্কেট
শিলিগুড়ি

অমরের মা

সোমা চক্রবর্তী (শ্রী মা সরনি, হায়দরপাড়া, শিলিগুড়ি)



অমরের মার আসল নাম কেউ জানত না- কেউ বলত অনিমার মা, কেউ পালেরদের মেজ গিন্নী, বিদগ্ধ পণ্ডিত না হলেও বাস্তব বুদ্ধি, বড়ি আচার দেওয়া কিংবা ঘর লেপার মতো কাজে তাঁর দক্ষতা ছিল অসামান্য, 'স্বামী মারা গিয়েছেন, দুই মেয়ের বিয়ে হয়েছে, আর ছেলে শহরে গিয়ে গ্রামের ভিটে মাটি জমি বুড়ির কাঁধে ছেড়ে দিয়েছে। ছেলের সম্পত্তি যক্ষের মতো পাহারা দিতেন বলেই ভায়াদদের চক্ষুশূল ছিলেন তিনি।

কত অত্যাচার, কটুক্তি, দারিদ্র আর একাকীত্ব সইতে হয়েছে তাঁকে।

এক দীপাবলীর সন্ধ্যায় বাবা, মা, বোন সবার সাথে

হিজল লাঠি

স্বর্গে বাতি

আলোয় এসো

আঁধারে যাও

শালুক শুটি

খেয়ে যাও

ছড়া বলতে বলতে হিজল লাঠি পোড়াবার সময় অমরের মা অর্থাৎ পাল ঠাকুমা আমাদের বাড়ি আসছিল, ওই লেলিহান শিখার আলোয় পরিত্যাক্তা প্রৌঢ়ার কুঁচকে যাওয়া মুখটা হঠাৎ কেমন যেন পাল্টে গেল।

কথিত আছে, মা কালী নাকি রক্তবীজের প্রতিটি ফোঁটা রক্ত মাটিতে পড়ার আগেই জিভ দিয়ে শুষে নিয়েছিলেন। আজ ওই বুড়ির দিকে দিকে তাকিয়ে মনে হল - সংসারের এত হানাহানি, ভয়াদদের শত কুবাক্য, দারিদ্র, পাহারাদারি করার নির্মম জীবন - সব মিলিয়ে

এই বৃদ্ধাও তো রক্তবীজের মতো শত সহস্র অসুরের সাথে একা লড়াই করতে করতে মাটিতে জীবন্ত মা কালী হয়ে উঠেছেন

শুভেচ্ছা বার্তা

" দীপাবলির ঐশ্বরিক আলো আপনাদের পথকে আলোকিত করুক। সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধিতে পূরন হউক প্রতিটি পরিবার। "

"পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠদান 'রক্তদান'। যুব সমাজের সামাজিক দায়বদ্ধতার হাতে খড়ি হোক রক্তদানে। "

" মানুষ মানুষের জন্য"

রক্ত লাগলেই হোয়াটসঅ্যাপে উত্তর থেকে দক্ষিনের জন্য : ৯৮৩৬০০০৮৫০

বাপন দাস (সমাজ কর্মী)











সভাপতি , ব্লাড ডোনার্স ওয়েলফেয়ার সোসাইটি



In Loving Memory



Late Sudhendu Sarkar

College Para, Siliguri

This Diwali, we remember and honor the cherished soul of Late Sudhendu Sarkar, whose kindness, warmth, and inspiring presence continue to light our hearts. Just as Diwali celebrates the triumph of light over darkness, we celebrate his life — a beacon of love, compassion, and integrity.

May his memory illuminate our lives forever, and may the festival of lights bring peace and blessings to all.

With deepest respect and remembrance.

— From family, and well-wishers

কর্মাশিসের প্রার্থনা

বাপি ঘোষ



কর্মাশিস দাসের বয়স ঊনষাট। সামান্য এক বেসরকারি স্কুলের শিক্ষক। একসময় সরকারি স্কুলে শিক্ষকতার চাকরির প্রস্তাবও ফিরিয়ে দিয়েছিলেন নিজের বিশ্বাস আর আদর্শের টানে। আজ সংসারে অভাব, মেয়ের বিয়ের চিন্তা, স্ত্রীকে পুজোয় নতুন শাড়ি কিনে দিতে না পারার যন্ত্রণা। নিজের জন্যও কেনা হয়নি নতুন জামা।

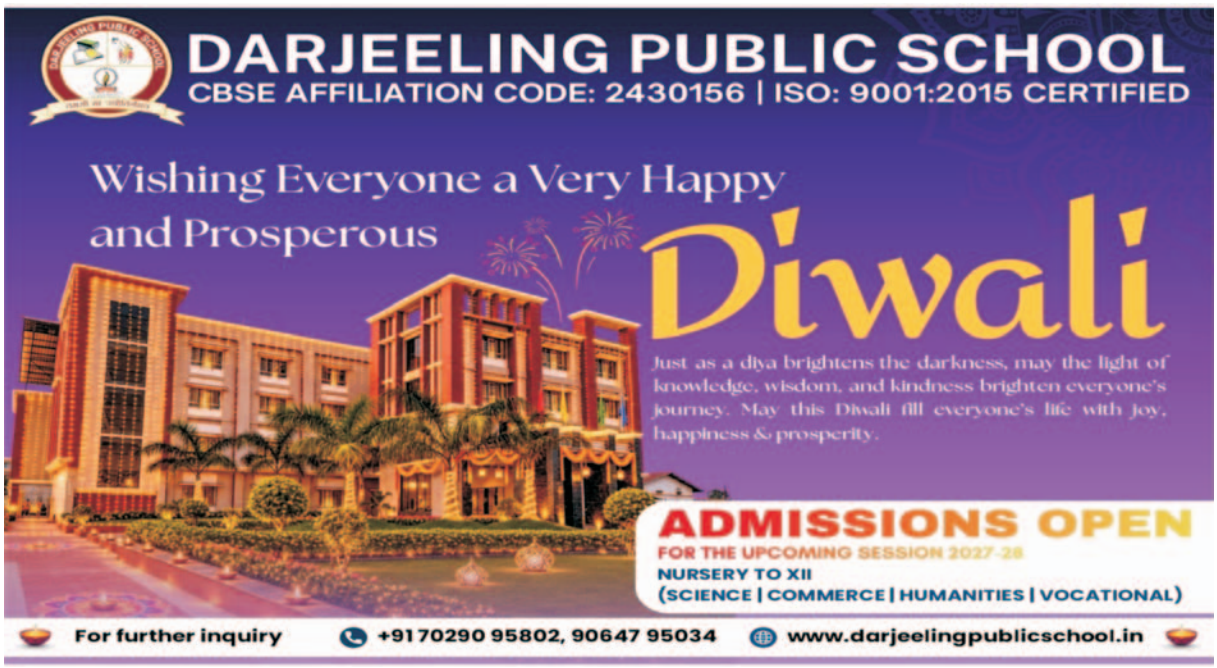
অথচ কর্মাশিস জানেন, মা কালী তাঁকে কম দেননি। দিয়েছেন কাজ, দিয়েছেন মানুষের পাশে দাঁড়ানোর সুযোগ, দিয়েছেন স্কুলে ক্লাস নেওয়ার শক্তি। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের সেই বাণী;'টাকা মাটি, মাটি টাকা';বুকের মধ্যে এমনভাবে গেঁথে গিয়েছিল যে অর্থ জমিয়ে রাখার আসক্তি কখন যেন হারিয়ে গিয়েছিল জীবনের হিসেব থেকে।

দীপাবলির রাতে মায়ের সামনে প্রদীপ জ্বালিয়ে কর্মাশিস কাঁপা গলায় বললেন, মা, তুমি তো শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখেছ, সাধক রামপ্রসাদ আর বামাক্ষ্যাপকেও দেখেছ। এই অভাগা সন্তানকে কি একবারও দেখবে না? আমি ধন চাই না মা, শুধু স্ত্রী-কন্যাকে নিয়ে একটু শান্তিতে বাঁচার পথ দেখাও। তুমি রক্ষা করো মা!

প্রদীপের শিখা দুলে উঠল। বাইরে বাজির শব্দ, ভিতরে নীরব চোখের জল।

কর্মাশিস বুঝলেন না, মা উত্তর দিয়েছেন কি না। তবু হাত জোড় করে বললেন, জয় মা!

কারণ অভাব তাঁর ঘরে ছিল, কিন্তু মায়ের প্রতি বিশ্বাসে তখনও দারিদ্র্য আসেনি।



মা তোর এ-কেমন বিচার

শ্রীমতী পপি সরকার ঘোষ
(সারদা শিশু তীর্থ, সেবক রোড, শিলিগুড়ি)

মা আসছে মা আসছে বলে,
চারিদিকে কত না উন্মাদনা।
এক লহমায় সন্তানদের পদদলিত করে
মা তোর একি ! কান্ডকারখানা,
তোর আগমনের তরে যারা
দিনরাত ছিল খুশিতে ভরে।
সামান্যতম ভুলের তরে
দিলি কি মা শেষ করে?
জগজ্জননী তুই যে মোদের
আশা ভরসার স্কুল।
কেন করলি মা তোর শিশুদের সাথে?
এই ঘোরতর ছল,
অপরাধ কি ছিলো তাদের?
তোকে দেখতে যাওয়া
আর মুঠোফোনে ভর্তি করে
তোর ছবি তুলে নেওয়া।
অত্যাচার যদি সহ্য হয়নি
দিলি না কেন কানটি মলে?
তাই বলে কি মাটিতে ফেলে
পায়েই দিলি মা দলে !
মা ওরা তোর দুধের সন্তান
কিবা এমন বয়স?
সাত, সতেরোতেই নিলি মা তুলে
মনের মাঝে এতই রোষ।
যারা দিনরাত ভন্ডামি করে
মা তুই তাদের ঘাটাতে সাহস পাস না,
সাধারনদের পদদলিত করে
খালি দিতে পারিস যাতনা।
হে জগজ্জননী মা, তোর কাছে
বিনম্র প্রার্থনা
যত হিংসা দ্বেষ -বিদ্বেষের নাশ করে
সকলের পুরাস মনস্কামনা।
ভালো রাখ মা তোর এ-জগৎখানা
ভাল রাখ মা তোর সন্তানেরে,
যত দুঃখ কষ্টের লাঘব করে
শান্তিতে রাখিস ভরে।



মায়ের কাছে উত্তর চাই

কমলা সরকার
(মতিলাল আবাসন, সুভাষ পল্লী, শিলিগুড়ি)



মাগো তোমার কাছে ভয়ে ভয়ে কটা প্রশ্ন করি,
জানি এর উত্তর দিতে পারবেনা তাড়াতাড়ি।
দীপাবলির রাতে চারিদিকে আলোর রোশনাই,
আনন্দ ও খুশিতে মেতে উঠবে সবাই।
বাজি পটকার শব্দে আর ধোঁয়াতে,
পরিবেশ দূষণ হবে আকাশ -বাতাসে।
শ্যামা মা তোমার রূপের আলোতে ধরনী হয় আলোকিত,
তবে কেন বাজি পুড়িয়ে পরিবেশ আমরা করবো দূষিত।
অমাবস্যার ঘন কালো আঁধারে,
তুমি পূজিত হও ঘরে ঘরে।
মাগো তোমার কাছে জানতে ইচ্ছে করে,
আমাদের দিনগুলো দীপাবলির রাতে
কেটে যায় আনন্দে আর হৈ হুল্লোড়ে।
যে শিশু ঘুমায় মায়ের কোলে ফুটপাতে,
তাকে কেন দূরে রাখ অনাদরে আর অবহেলাতে।
মায়ের কাছে তার সব সন্তান আদরের ধন
তবে কেন মা হয়ে করো এত ব্যবধান।
শ্যামা মা তাইতো তোমার কাছে প্রার্থনা করি,
সবাই যেন সুস্থ ও ভালো থেকে তোমার আরাধনায় সামিল হতে পারি।

কালীপুজো অন্ধকার পেরিয়ে আলোর পথে



প্রসেনজিৎ দাস (আলিপুরদুয়ার)

কালীপুজো শুধু প্রদীপ জ্বালানোর উৎসব নয়, এ হলো মনের অন্ধকার দূর করে আলোর পথে এগিয়ে চলার এক পবিত্র বার্তা। মা কালীর শক্তির আরাধনায় আমরা প্রার্থনা করি, জীবনের সমস্ত ভয়, হিংসা, অহংকার ও নেতিবাচক চিন্তা দূর হোক। প্রতিটি হৃদয়ে জ্বলে উঠুক ভালোবাসা, মানবিকতা ও আশার আলো। আসুন, এই কালীপুজোয় শুধু ঘর নয়, আলোকিত করি মানুষের মনও। প্রদীপের আলো ছড়িয়ে পড়ুক প্রতিটি ঘরে, আর মানবতার আলো পৌঁছে যাক প্রতিটি হৃদয়ে। শুভ দীপাবলি ও কালীপুজোর আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা।

সকলকে দীপাবলি উপলক্ষ্যে শুভেচ্ছা ঃ
সুজিত ঘোষ (বাপ্পি)
সাধারণ সম্পাদক
হায়দরপাড়া ব্যবসায়ী সমিতি,
শিলিগুড়ি।
মোবাইল ঃ ৯৮৩২০৪০২৮৮
৯৪৭৫৭৬০৮৫০
যুগ্ম সম্পাদক
বৃহত্তর শিলিগুড়ি খুচরা ব্যবসায়ী সমিতি
মেসার্স ঘোষ কন্সট্রাকশন
বিল্ডিং তৈরির সমগ্র উপকরন
আমরা সরবরাহ করি
ঘুগনি মোড়
হায়দরপাড়া
শিলিগুড়ি।

With Best Compliments From :-
CELL : 9434088147, 9832445183
E-mail : gmishra11@yahoo.com
SAHA AND MAJUMDER
CHARTERED ACCOUNTANTS
C.A. GHANSHYAM MISHRA
F.C.A., DISA (ICAI), Grad. C.W.A
SHELCON PLAZA
C-12, 1ST FLOOR
SEVOKE ROAD
SILIGURI-01

আশা

রিয়া মুখার্জ্জী
(লেখিকা, শিলিগুড়ি)



চোখ গুলো নির্জিব,
লিপস্টিকের রাঙানো মুখ,
মেকাপের পর্ব উঠে গেলে,
করে বুক ধুক-পুক আসলে তারা লাশ,
জীবিত খালি তাদের মুখোশ,
মুখোশধারী এই দুনিয়ায়
খালি মিথ্যার বিক্ষোভ ,
সত্যের গলা দেবে প্রকাশ করি ক্ষোভ,
অহংকারের কালিমা লিপ্ত,
অপরাধ শিকার করতে লাগে ভয় ,
ওপরের কাঁধে বন্দুক রেখে,
নিজেকে কী ? সঠিক প্রমাণ করা যায়,
আজ সাহসের নেই কো ঠিকানা,
শুধু মৃত্যু ভয়ে অপরাধ করে আনাগোনা,
কে যে অপরাধী কে যে নির্দোষ,
সবই বিচার করে আজ ঘুষ,
এই অবিচারের অন্ধকার,
মুছে ফেলো এই কালিমা
হোক নতুন সমাজের উদয়,
যেথায় শুধু বাস করে ভালবাসার ক্ষমতা।

With Best Compliments From :
CELL : 7602243433
9641093691
NEW EKTA
Restaurant And Hotel

Hill Cart Road, Siliguri Junction
Opp. of Heritage Hotel
Siliguri-734003
ektarestaurantandhotel@gmail.com

With Best Compliments From :
Ph. 9832028164
IMGK
JAGADISH SARKAR
জগদীশ সরকার (ক্যাবলা)

যুগ্ম সম্পাদক
হায়দরপাড়া ব্যবসায়ী সমিতি
শিলিগুড়ি

দীপাবলিতে মাটির প্রদীপের গুরুত্ব

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ দীপাবলি মানেই আলোর উৎসব। অমাবস্যার অন্ধকার দূর করতে ঘরে ঘরে জ্বলে ওঠে প্রদীপ। কিন্তু সেই আলোর উৎসবের মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন;আমরা কি মাটির প্রদীপের ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রাখতে পারছি?

মাটির প্রদীপ শুধু একটি আলোর পাত্র নয়। এর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে ভারতীয় সংস্কৃতি, প্রকৃতির প্রতি শ্রদ্ধা, গ্রামীণ অর্থনীতি এবং অসংখ্য মৃৎশিল্পীর জীবন-জীবিকা।

১. মাটির প্রদীপের গুরুত্ব কী?

ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রতীক প্রাচীনকাল থেকেই ভারতীয় সংস্কৃতিতে প্রদীপ জ্বালানো শুভ সূচনা, জ্ঞান, আশা ও অন্ধকার থেকে আলোর পথে এগিয়ে যাওয়ার প্রতীক। দীপাবলিতে মাটির প্রদীপ জ্বালানো সেই ঐতিহ্যেরই একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক মাটি, জল, আগুন ও মানুষের শ্রম;এই উপাদানগুলির মেলবন্ধনে তৈরি হয় মাটির প্রদীপ। তাই এর মধ্যে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের নিবিড় সম্পর্কের প্রতিফলন দেখা যায়।

মানবিকতার বার্তা একটি মাটির প্রদীপ জ্বালানোর অর্থ শুধু নিজের ঘর আলোকিত করা নয়। সেই প্রদীপ কেনার মাধ্যমে একজন কুমোরের পরিবারেও পৌঁছে যেতে পারে উৎসবের আনন্দ।

২. মাটির প্রদীপ কেন পরিবেশবান্ধব?

প্রাকৃতিক উপাদানে তৈরি

সাধারণ মাটির প্রদীপ প্রাকৃতিক মাটি দিয়ে তৈরি হয়। এতে প্লাস্টিকের মতো দীর্ঘস্থায়ী কৃত্রিম উপাদান প্রয়োজন হয় না।

ব্যবহার শেষে মাটিতে মিশে যেতে পারে

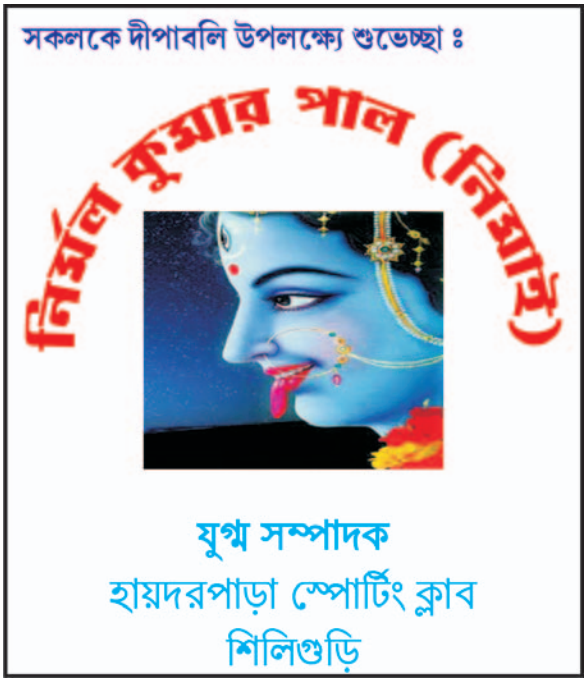
সাধারণ, রাসায়নিক রং বা অন্য উপাদানবিহীন পোড়ামাটির প্রদীপ ভেঙে গেলে সময়ের সঙ্গে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। তবে পোড়ামাটি তাৎক্ষণিকভাবে মাটিতে মিশে যায় না।

বৈদ্যুতিক সাজসজ্জার বিকল্প হিসেবে ব্যবহারযোগ্য

অল্প কয়েকটি মাটির প্রদীপ দিয়ে ঘর, উঠোন বা বারান্দা সাজানো যায়। তবে তেল বা ঘি পুড়লে ধোঁয়া ও সূক্ষ্ম কণা তৈরি হয়। তাই প্রদীপকে সম্পূর্ণ দূষণমুক্ত বলা ঠিক নয়; পরিমিত ব্যবহার জরুরি।

আরও একটি বিষয় মনে রাখা দরকার সব মাটির প্রদীপ সমান পরিবেশবান্ধব নয়। চকচকে রাসায়নিক রং, প্লাস্টিকের সাজসজ্জা বা ধাতব প্রলেপযুক্ত প্রদীপের পরিবর্তে সাধারণ, প্রাকৃতিক মাটির প্রদীপ বেছে নেওয়া ভালো।





৩. কেন মাটির প্রদীপ বাঁচিয়ে রাখা দরকার?

প্রথমত, কুমোরদের জীবিকা রক্ষার জন্য। মাটির প্রদীপ তৈরি করতে প্রয়োজন দক্ষতা, সময় ও পরিশ্রম। উৎসবের মরশুমে প্রদীপ বিক্রি করে বহু কুমোর পরিবার বাড়তি আয় করে। আমরা যদি তাঁদের তৈরি প্রদীপ কিনি, তাহলে সরাসরি তাঁদের জীবিকার পাশে দাঁড়াই।

দ্বিতীয়ত, হারিয়ে যাওয়া শিল্পকে বাঁচানোর জন্য। আধুনিকতার সঙ্গে সঙ্গে হাতে তৈরি মাটির জিনিসের ব্যবহার কমে গেলে পরবর্তী প্রজন্ম এই শিল্প থেকে দূরে সরে যেতে পারে। মাটির প্রদীপ কেনা ঐতিহ্যবাহী মৃৎশিল্পের চাহিদা বজায় রাখতে সাহায্য করে।

তৃতীয়ত, স্থানীয় অর্থনীতিকে শক্তিশালী করার জন্য। বড় ব্র্যান্ডের তৈরি পণ্যের বদলে স্থানীয় কুমোরের কাছ থেকে প্রদীপ কিনলে উৎসবের অর্থ সরাসরি স্থানীয় কারিগরের হাতে পৌঁছায়।

চতুর্থত, পরিবেশ সচেতনতার জন্য। প্লাস্টিক ও অতিরিক্ত কৃত্রিম সাজসজ্জার ব্যবহার কমিয়ে প্রাকৃতিক উপাদানের জিনিস বেছে নেওয়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে মাটির প্রদীপ একটি সুন্দর উপলক্ষ হতে পারে।

৪. এই দীপাবলিতে আমরা কী করতে পারি?

বাড়িতে অন্তত কয়েকটি মাটির প্রদীপ জ্বালাই। স্থানীয় কুমোরদের কাছ থেকে সরাসরি প্রদীপ কিনি। সাধারণ, প্রাকৃতিক মাটির প্রদীপ বেছে নিই।

প্রয়োজনের অতিরিক্ত প্রদীপ কিনে অপচয় না করি। প্রদীপ নিরাপদ স্থানে রাখি এবং জ্বলন্ত অবস্থায় কখনও অরক্ষিত অবস্থায় ফেলে না রাখি।

শিশুদের মাটির প্রদীপের ঐতিহ্য, কুমোরদের পরিশ্রম ও পরিবেশের গুরুত্ব সম্পর্কে জানাই।

খবরের ঘন্টার বিশেষ বার্তা ঃ একটি মাটির প্রদীপ, একটুকরো মানবতা। মাটির প্রদীপ জ্বালানো মানে শুধু অন্ধকার দূর করা নয়, একজন শিল্পীর পরিশ্রমকে সম্মান জানানো। এই দীপাবলিতে আসুন, আমরা এমন আলো জ্বালাই, যে আলোয় উজ্জ্বল হবে আমাদের ঘর, বাঁচবে ঐতিহ্য, হাসি ফুটবে কুমোরের মুখে এবং জাগবে প্রকৃতির প্রতি দায়বদ্ধতা।

আলো হোক মাটির, উৎসব হোক মানবতার।

খবরের ঘন্টা ; ইতিবাচক ভাবনা, ইতিবাচক খবর।

মাটির প্রদীপ ব্যবহারের আধ্যাত্মিক গুরুত্ব অন্ধকার থেকে আলোর পথে

দীপাবলিতে মাটির প্রদীপ জ্বালানো শুধু একটি ধর্মীয় আচার নয়, এর মধ্যে রয়েছে গভীর আধ্যাত্মিক দর্শন। একটি ছোট্ট প্রদীপ আমাদের মনে করিয়ে দেয়;অন্ধকার যত গভীরই হোক, একটু আলোও তাকে দূর করার বার্তা দিতে পারে।

১. অন্ধকার থেকে আলোর পথে যাত্রা

সকলকে দীপাবলি উপলক্ষ্যে শুভেচ্ছা ঃ

মোবাইল ঃ ৯৪৩৪৩৭৭৬৯৮

গোপাল প্রামানিক

কার্যকরী কমিটির সদস্য



হায়দরপাড়া ব্যবসায়ী সমিতি

শিলিগুড়ি

সকলকে শুভ দীপাবলি

কাশ ফুলের আনাগোনা,শিউলি ফুলের গন্ধ মনে পড়ে। আবারও এসে গিয়েছে মা দুর্গার পুজো। সকলের ভালো মতোন পুজো কাটুক, সকলের জীবন সুখ সমৃদ্ধিতে ভরে উঠুক।

সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন-- মায়ের কাছে এটাই রইলো প্রার্থনা

প্রতাপ জুয়েলার্স

হায়দরপাড়া বাজার, শিলিগুড়ি --০৬

প্রতাপ কর্মকার :



9832453477

অনন্ত কর্মকার :

9851224329

HUID

HALLMARK

গহনার

নির্ভরযোগ্য

প্রতিষ্ঠান

ভারতীয় আধ্যাত্মিক দর্শনে অন্ধকারকে অনেক সময় অজ্ঞানতা, হতাশা ও বিভ্রান্তির প্রতীক হিসেবে দেখা হয়। অন্যদিকে আলো প্রতীক জ্ঞান, সত্য, বিবেক ও আশার।

উপনিষদের বিখ্যাত প্রার্থনা--তমসো মা জ্যোতির্গময়। অর্থাৎ, আমাকে অন্ধকার থেকে আলোয় নিয়ে চলো।মাটির প্রদীপ জ্বালানোর মধ্য দিয়ে মানুষ যেন নিজের জীবনেও জ্ঞানের আলো জ্বালানোর সংকল্প করে।

২. মাটির প্রদীপ বিনয়ের শিক্ষা দেয়

মাটির প্রদীপের শরীর তৈরি হয় সাধারণ মাটি দিয়ে। অথচ সেই সামান্য মাটির পাত্রই অন্ধকার ঘরে আলো ছড়ায়।এর মধ্যে একটি সুন্দর আধ্যাত্মিক শিক্ষা রয়েছে;মহৎ হতে হলে বড় বা জাঁকজমকপূর্ণ হওয়ার প্রয়োজন নেই। সাধারণ মানুষও নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী অন্যের জীবনে আলো ছড়াতে পারেন।

৩. মাটি, সলতে, তেল ও আগুনের প্রতীকী তাৎপর্য

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যায় প্রদীপের প্রতিটি উপাদানকে প্রতীকী অর্থে দেখা যায়।

মাটির পাত্র মানুষের দেহ ও প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের কথা মনে করিয়ে দেয়।

তেল বা ঘি সাধনা, নিষ্ঠা ও আত্মনিবেদনের প্রতীক হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়।

সলতে মানুষের মন ও চেতনাকে প্রতীকীভাবে বোঝাতে পারে।

শিখা জ্ঞান, আত্মোপলব্ধি, পবিত্রতা ও আশার প্রতীক।

এগুলি মূলত আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক ব্যাখ্যা; সব ধর্মীয় সম্প্রদায়ে এর অর্থ একরকম নয়।

৪. নিজের ভিতরের অন্ধকার দূর করার সংকল্প

প্রদীপ জ্বালানোর সময় আমরা যদি অহংকার, হিংসা, লোভ, বিদ্বেষ ও অসহিষ্ণুতা দূর করার সংকল্প করি, তাহলে আলোর উৎসব আরও অর্থবহ হয়ে ওঠে।

কারণ প্রকৃত আলো শুধু ঘরকে উজ্জ্বল করে না, মানুষের চিন্তা ও আচরণকেও আলোকিত করতে পারে।

৫. অন্যের জীবনে আলো জ্বালানোও আধ্যাত্মিকতা

একটি মাটির প্রদীপ কেনার মাধ্যমে স্থানীয় কুমোরের জীবিকাকে সমর্থন করা যায়। অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানো, ক্ষুধার্তকে খাবার দেওয়া, দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানো;এসবও মানবিক মূল্যবোধের গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশ।

যে আলো নিজের ঘর আলোকিত করার পাশাপাশি অন্যের জীবনেও আশার সঞ্চার করে, সেই আলোর মধ্যেই মানবিক আধ্যাত্মিকতার সৌন্দর্য রয়েছে।

৬. মাটির প্রদীপ কেন আমাদের ঐতিহ্যের অংশ?

মাটির প্রদীপের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে বহু প্রজন্মের বিশ্বাস, পারিবারিক স্মৃতি ও লোকসংস্কৃতি। আধুনিক বৈদ্যুতিক আলো উৎসবকে সুন্দর করে তুলতে পারে, কিন্তু হাতে তৈরি মাটির প্রদীপের ঐতিহ্য ও প্রতীকী তাৎপর্য আলাদা।

তাই মাটির প্রদীপ জ্বালানো মানে শুধু অতীতকে স্মরণ করা নয়, বরং ঐতিহ্য, সরলতা, প্রকৃতি ও মানবিকতার মূল্যবোধকে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেওয়া।

দীপাবলির জন্য একটি বিশেষ বার্তা

প্রদীপ জ্বালাই শুধু ঘরে নয়, জ্বালাই নিজের অন্তরে। মাটির প্রদীপ আমাদের শেখাক বিনয়, তার শিখা শেখাক জ্ঞানের পথ, আর তার আলো ছড়িয়ে পড়ুক মানুষের প্রতি ভালোবাসায়।

খবরের ঘন্টার ইতিবাচক ভাবনা এই দীপাবলিতে মাটির প্রদীপ জ্বালিয়ে অঙ্গীকার করি;অজ্ঞানতার বদলে জ্ঞান, বিদ্বেষের বদলে ভালোবাসা এবং স্বার্থপরতার বদলে মানবিকতাকে বেছে নেব।



শতবর্ষে আনন্দময়ী কালীবাড়ি, ঐতিহ্যের শোভাযাত্রায় মাতল শিলিগুড়ি



নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ শতবর্ষের আবেগ, ধর্মীয় ঐতিহ্য আর বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক আয়োজনের মেলবন্ধনে উৎসবের রঙে সেজে উঠল শিলিগুড়ি। ঐতিহাসিক আনন্দময়ী কালীবাড়ির ১০০ বছর পূর্তি উপলক্ষে শনিবার, ৩১ অক্টোবর শহরে বের হলো এক জমকালো শোভাযাত্রা। ভক্তি, সংস্কৃতি ও সম্প্রীতির বার্তা নিয়ে এই শোভাযাত্রা শহরবাসীর মধ্যে তৈরি করে বিশেষ উৎসাহ ও উদ্দীপনা।

শিলিগুড়ির বাবুপাড়ায় জ্যোৎস্নাময়ী গার্লস হাইস্কুলের সামনে থেকে শুরু হয় এই বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা। সেখানে একসঙ্গে পা মেলান পর্যটন মন্ত্রী তথা বিধায়ক ডঃ শঙ্কর ঘোষ, প্রাক্তন মন্ত্রী তথা প্রাক্তন মেয়র গৌতম দেব, প্রাক্তন বিধায়ক শঙ্কর মালাকার,অবসরপ্রাপ্ত অতিরিক্ত জেলা শাসক পরিতোষ চক্রবর্তী -সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। আনন্দময়ী কালীবাড়ি সমিতির সভাপতি সুমিত ঘোষ ও সাধারণ সম্পাদক ভাস্কর বিশ্বাসের পরিচালনায় বিকেলের এই শোভাযাত্রা ঘিরে শহরে তৈরি হয় উৎসবমুখর পরিবেশ।

দীর্ঘদিন ধরেই আনন্দময়ী কালীবাড়ি শিলিগুড়ির মানুষের ধর্মীয় বিশ্বাস, ভক্তি ও আবেগের অন্যতম কেন্দ্র। কালীপুজো, বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান এবং উৎসবকে ঘিরে এই মন্দিরে বহু মানুষের সমাগম ঘটে। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে কালীবাড়িটি বহন করে চলেছে শহরের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। তাই শতবর্ষ উদযাপনের এই আয়োজন শুধু একটি মন্দিরের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী নয়, বরং শিলিগুড়ির ইতিহাস ও মানুষের আত্মিক সম্পর্কের এক বিশেষ উদযাপন।

সামনেই কালীপুজো। তার আগে কালীবাড়ির শতবর্ষ উপলক্ষে আয়োজিত এই শোভাযাত্রা যেন ভক্তি ও ঐতিহ্যের এক বিশেষ বার্তা পৌঁছে দিল শহরবাসীর কাছে। শোভাযাত্রার বিভিন্ন ট্যাবলোতে শিব, মা কালী ও পার্বতীর সাজে অংশ নেন বহু শিল্পী। তাঁদের পরিবেশনা শোভাযাত্রাকে আরও আকর্ষণীয় করে তোলে।

বিশেষ আকর্ষণ ছিল উত্তর দিনাজপুর জেলার চোপড়া থেকে সুবল গোপের নেতৃত্বে আসা মুখোশ শিল্পীদের রামায়ণভিত্তিক পরিবেশনা। মুখোশ পরে রামায়ণের বিভিন্ন পর্ব অভিনয়ের মাধ্যমে তাঁরা শোভাযাত্রায় এক অনন্য মাত্রা যোগ করেন।

এদিনের শোভাযাত্রায় অংশ নেয় শিল্পী শুভম ঘোষের ‘সোনার তরী’ টিম, ‘মৃত্তিকা ইন্টারন্যাশনাল ডান্স ট্রুপ’-এর সুজাতা চ্যাটার্জী ও অয়ন ভট্টাচার্য, ‘নৃত্য মঞ্জিল মিউজিক একাডেমি’র শ্রাবনী চক্রবর্তী ও তাঁর দল। পাশাপাশি উপস্থিত ছিল সাংস্কৃতিক সংগঠন ‘ফুলেশ্বরী নন্দিনী’, মহিলা পরিচালিত স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ‘সৌমি’, ‘শিল্পী তীর্থ’ এবং অপুরানি উকিল। শোভাযাত্রায় সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয় স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ‘সেন্ট জন অ্যাম্বুলেন্স’-সহ আরও বিভিন্ন সংগঠন ও শিল্পীরা। বিশিষ্ট সমাজসেবী এবং সেন্ট জন এম্বুলেন্স এসোসিয়েশন এর সভাপতি জ্যোৎস্না আগরওয়ালাও অনুষ্ঠানে উপস্থিত হন যোগ দেন।

এছাড়াও টিকিয়াপাড়ার পরমানন্দ যোগানন্দ অনাথ আশ্রমের সঞ্জয় মহারাজ বাউল শিল্পীদের নিয়ে একটি সুসজ্জিত ট্যাবলোয় অংশগ্রহণ করেন। তাঁদের বাউল সংগীত শোভাযাত্রায় লোকসংস্কৃতির আবহ এনে দেয়।

সময় বদলেছে, শহরের পরিসর বেড়েছে, বদলেছে মানুষের জীবনযাত্রা। কিন্তু আনন্দময়ী কালীবাড়িকে ঘিরে মানুষের বিশ্বাস, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা আজও অটুট। শতবর্ষের এই বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা যেন সেই দীর্ঘদিনের আবেগ ও ঐতিহ্যকেই নতুন করে সামনে নিয়ে



এল। আগামী প্রজন্মের কাছে ধর্মীয় সম্প্রীতি, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের এক উজ্জ্বল উত্তরাধিকার হয়ে থাকুক শিলিগুড়ির এই ঐতিহাসিক আনন্দময়ী কালীবাড়ি।

'এ আই মা' ও 'শক্তিবাহন'-এর পথচলা শুরু

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ প্রযুক্তি, শিক্ষা ও সমাজকল্যাণের এক অভিনব ভাবনার বাস্তবায়নের সাক্ষী হয়ে রইল শিলিগুড়ির বিজয়া সম্মিলনী। ব্যতিক্রমী টোটোচালক মুনমুন সরকার ওরফে মুনিয়াদির হাত ধরে আনুষ্ঠানিকভাবে পথচলা শুরু হলো 'এ আই মা' ও 'শক্তিবাহন' প্রকল্পের।

শুভ বিজয়ার আবহে শনিবার, ৩১ অক্টোবর শিলিগুড়ির বর্ধমান রোডের স্পেন্সার প্লাজায় তরাই এডুকেশন ফাউন্ডেশন ও স্বাধীন ট্রাস্টের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত হয় বিজয়া সম্মিলনী। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত বানারহাটের নার্স সোনালী সামন্ত, তরাই এডুকেশন ফাউন্ডেশনের কর্ণধার তথা বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ডঃ পুষ্পজিৎ সরকার, তরাই নার্সিং ইনস্টিটিউটের ডিরেক্টর তথা প্রধান শিক্ষক প্রসেনজিৎ সরকার, স্বাধীন ট্রাস্টের কো-অর্ডিনেটর সোমেশ মাহাতো-সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।

অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ ছিল 'এ আই মা' ও 'শক্তিবাহন' প্রকল্পের আনুষ্ঠানিক সূচনা। প্রযুক্তির সহায়তায় শিক্ষা, স্বাস্থ্য পরিষেবা ও সমাজকল্যাণকে আরও মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যেই এই উদ্যোগ। আগামী দিনে এই প্রকল্প সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তনের নতুন দিশা দেখাবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন উপস্থিত অতিথিরা।

এদিনের অনুষ্ঠানে খবরের ঘন্টার পক্ষ থেকে বিশেষ সম্মাননা প্রদান করা হয় ব্যতিক্রমী টোটো চালক মুনমুন সরকার, রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত নার্স সোনালী সামন্ত, বিশিষ্ট সমাজসেবী ও শিক্ষাবিদ ডঃ পুষ্পজিৎ সরকার এবং তরাই নার্সিং ইনস্টিটিউটের ডিরেক্টর তথা শিক্ষক প্রসেনজিৎ সরকারকে।

তরাই এডুকেশন ফাউন্ডেশন ও স্বাধীন ট্রাস্ট তথা শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজের এই উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করেন মুনমুন সরকার ও সোনালী সামন্ত। বিশেষ করে নারীদের আরও স্বনির্ভর ও প্রযুক্তি-সচেতন করে তোলার পাশাপাশি আধুনিক এ আই টোটো 'মা' চালুর ভাবনাকে তাঁরা সময়োপযোগী ও প্রশংসনীয় বলে উল্লেখ করেন।

উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বহু এ আই মা এদিনের সম্মিলনীতে যোগ দেন। প্রাথমিকভাবে ১০ জনকে এই প্রকল্পের জন্য নির্বাচিত করা হয়েছে। আগামী দিনে তাঁদের বিশেষ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ডিজিটাল হাসপাতালের পরিষেবায় যুক্ত করা হবে। পাশাপাশি পর্যটন শিল্পের বিকাশেও তাঁরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবেন বলে উদ্যোক্তাদের আশা।

অনুষ্ঠানে খবরের ঘন্টার তরফে সঞ্চালনার দায়িত্বে ছিলেন সোমা দাস ও নন্দিতা ভৌমিক। উপস্থিত ছিলেন খবরের ঘন্টার সংবাদ পাঠিকা সোমা সেনগুপ্ত ও পাঞ্চালি চক্রবর্তীও।

সমাজের কল্যাণে নতুন ভাবনা, নারীর ক্ষমতায়ন এবং আধুনিক প্রযুক্তির সমন্বয়ে এদিনের বিজয়া সম্মিলনী শুধু উৎসবের আনন্দেই সীমাবদ্ধ থাকল না, হয়ে উঠল এক নতুন সম্ভাবনার সূচনালগ্ন।



কালীপুজোয় লাল জবার কদর, দাম বাড়ার ইঙ্গিত



নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ কালীপুজো মানেই শক্তির আরাধনা, আর সেই আরাধনায় লাল জবার গুরুত্ব বিশেষ। মা কালীর চরণে লাল জবা অর্পণ করার দীর্ঘদিনের ধর্মীয় রীতি রয়েছে। শাক্ত পরম্পরায় এই ফুলকে দেবীর অন্যতম প্রিয় পুষ্প হিসেবে গণ্য করা হয়। লাল রং শক্তি, সাহস ও প্রাণশক্তির প্রতীক। তাই ভক্তদের কাছে জবা শুধু একটি ফুল নয়, বরং শ্রদ্ধা, ভক্তি ও আত্মনিবেদনের বিশেষ উপকরণ।

মা কালীর শক্তিময় ও উগ্র রূপের সঙ্গে লাল জবার রঙের এক প্রতীকী যোগ রয়েছে। দেবীর গলায় মুণ্ডমালা, হাতে অস্ত্র এবং রক্তবর্ণ জিহ্বার যে পরিচিত রূপ, তার সঙ্গে লাল জবার রঙের সাদৃশ্য ভক্তদের মনে বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। কালীপুজোর রাতে মায়ের চরণে একটি লাল জবা অর্পণ করেও ভক্তরা নিজেদের বিশ্বাস ও ভক্তি প্রকাশ করেন।

এদিকে, কালীপুজো যত এগিয়ে আসছে, ততই শিলিগুড়ির ফুলবাজারে জবা ফুলের চাহিদা বাড়ার সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে। শিলিগুড়ি ফুল ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক রনপদ সেন জানান, বর্তমানে একটি জবা ফুলের দাম এক টাকা। কিন্তু কালীপুজোর সময় সেই দাম দ্বিগুণেরও বেশি হতে পারে। তিনি আরও জানান, একসময় দক্ষিণবঙ্গ থেকে শিলিগুড়িতে জবা ফুল আসত। তবে বর্তমানে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তেই জবার চাষ শুরু হয়েছে। ফলে স্থানীয়ভাবেও এই ফুলের জোগান তৈরি হচ্ছে। শুধু জবা নয়, কালীপুজোর পাশাপাশি ছটপুজোকে সামনে রেখেও গাঁদা ফুলের চাহিদা বাড়তে শুরু করেছে। উৎসবের মরশুমে ফুলের বাজারে বাড়তি চাহিদার কথা মাথায় রেখে ইতিমধ্যেই প্রস্তুতি শুরু করেছেন শিলিগুড়ির ফুল ব্যবসায়ীরা। লাল জবার পাপড়িতে ভক্তির নিবেদন, প্রদীপের আলোয় অমাবস্যার অন্ধকার দূর করার প্রার্থনা; সব মিলিয়ে কালীপুজোয় জবা ফুলের আবেদন চিরন্তন।

প্রতিমা বিসর্জনে দূষণ রুখতে বার্তা, বিকল্প ভাবনা জ্যোৎস্নার



নিজস্ব প্রতিবেদক শেষ হয়েছে দুর্গাপ্রতিমা বিসর্জন। সামনে কালীপুজো ও ছটপুজো। এই সময় মহানন্দা নদীকে দূষণমুক্ত ও পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য শহরবাসীর কাছে বিশেষ আবেদন জানালেন বিশিষ্ট সমাজসেবী তথা পরিবেশবিদ জ্যোৎস্না আগরওয়ালা। প্রতিমা নিরঞ্জনের সময় কেউ যাতে নদীতে দূষণ ছড়িয়ে পরিবেশের ক্ষতি না করেন, সেই বিষয়ে সকলকে সচেতন হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।

মহানন্দা নদীকে বাঁচাতে মহানন্দা বাঁচাও কমিটির মাধ্যমে দীর্ঘদিন ধরেই আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন জ্যোৎস্না আগরওয়ালারা। নদীর প্রতি মানুষের দায়বদ্ধতা বাড়াতে প্রতি পূর্ণিমায় আয়োজন করা হয় মহানন্দা আরতি।

এবার প্রতিমা বিসর্জনের জন্য বিকল্প ব্যবস্থার ভাবনাও সামনে আনছেন জ্যোৎস্নাদেবী। সূর্যসেন পার্কের পাশে উত্তরবঙ্গ পৌষ মেলা মাঠে প্রতিমা বিসর্জনকে কেন্দ্র করে কোনও অনুষ্ঠান বা উপযুক্ত ব্যবস্থা করা যায় কি না, তা নিয়ে প্রশাসনের কাছে প্রস্তাব দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে তাঁর।

জ্যোৎস্না আগরওয়ালার মতে, পৌষ মেলার মাঠে প্রতিমা বিসর্জনের ব্যবস্থা করা গেলে নদীর উপর চাপ কমানোর পাশাপাশি মাটিও সংরক্ষণ করা সম্ভব হতে পারে। বর্তমানে প্রতিমা তৈরির উপযুক্ত মাটি পাওয়া নিয়েও সমস্যা দেখা দিচ্ছে। এর ফলে উদ্বেগ বাড়ছে মৃৎশিল্পীদের জীবন-জীবিকা নিয়েও।

নদী রক্ষা, পরিবেশ সংরক্ষণ এবং মৃৎশিল্পীদের স্বার্থ;এই তিনটি বিষয়কে গুরুত্ব দিয়েই বিকল্প বিসর্জন ব্যবস্থার কথা ভাবছেন তিনি। মহানন্দাকে দূষণমুক্ত রাখতে প্রশাসন ও সাধারণ মানুষকে একযোগে এগিয়ে আসার আবেদন জানিয়েছেন এই পরিবেশপ্রেমী সমাজসেবী।

সাহিত্য-সংস্কৃতির মিলনমেলায় কবি-সাহিত্যিকদের সম্মিলন, প্রকাশিত তিন সংকলন



নিজস্ব প্রতিবেদন ঃসাহিত্য, সংস্কৃতি ও সৃজনশীলতার মেলবন্ধনে শিলিগুড়িতে জমজমাট হয়ে উঠল বিশেষ সাহিত্য অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উত্তরবঙ্গের পাশাপাশি রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত এবং মহারাষ্ট্রের বিশিষ্ট কবি, সাহিত্যিক, লেখক ও সংস্কৃতিপ্রেমী ব্যক্তিত্বরা।

অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন শিলিগুড়ির স্বপন কুমার দত্ত। সহ-সভাপতির দায়িত্বে ছিলেন কলকাতার বিশিষ্ট আইনজীবী প্রবীর ভট্টাচার্য্য এবং সহ-সম্পাদক ছিলেন শিলিগুড়ির বিশিষ্ট লেখক ও নাট্যব্যক্তিত্ব মলয় সরকার।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডানকুনির বিশিষ্ট চিকিৎসক ও লেখক ডাঃ অভীক নাহা, আলিপুরদুয়ারের টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপ শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ড. সুভাষ চন্দ্র রাউত, শিলিগুড়ির লেখক ও সমাজসেবী অলোক চক্রবর্তী, কোচবিহার জেলা সমগ্র শিক্ষা মিশনের রাজীব প্রামাণিক, মালদহ ও পুনের বিশিষ্ট কবি-সাহিত্যিক গৌতম তরফদার এবং মহারাষ্ট্রের পুনে থেকে আগত কবি ও সাহিত্যিক শ্রীমতি আত্রেয়ী বসু গুহ। এছাড়াও উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি ছিল কলকাতার বিশিষ্ট কবি ও বাচিকশিল্পী সুনীল বনিক, দেবাশিস সেনগুপ্ত এবং বিভাস দাসের। বালুরঘাট, সামসি, মালদহ, কলকাতা, শিলিগুড়ি ও মালবাজার-সহ বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বহু কবি ও সাহিত্যিকের সমাগমে অনুষ্ঠানটি হয়ে ওঠে আরও প্রাণবন্ত।

অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ ছিল তিনটি সাহিত্য সংকলনের প্রকাশ। পাশাপাশি মালবাজার, জলপাইগুড়ির বিশিষ্ট কবি শ্রীমতি বিভা দাসের একক কাব্যগ্রন্থ 'নীল স্বপ্নের ওড়নার' আনুষ্ঠানিক মোড়ক উন্মোচন করা হয়। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। রবিবার সংবর্ধনা প্রদান করা হয় খবরের ঘন্টাকে। সাহিত্যচর্চা, পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও নতুন সৃষ্টির আনন্দে এই আয়োজন কবি-সাহিত্যিকদের মধ্যে এক সুন্দর মেলবন্ধনের পরিবেশ তৈরি করে।



কালীপুজো, সৃষ্টি, আলো ও মাতৃত্ব জীবনের গভীরতম দর্শন

ডাঃ জি বি দাস
(বিশিষ্ট স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ, নিউ রামকৃষ্ণ সেবা সদন, আশ্রমপাড়া, পাকুড়তলা মোড়, শিলিগুড়ি)



কালীপুজো মানেই অন্ধকারের বুকে আলোর সন্ধান। কিন্তু এই আলো কি শুধুই প্রদীপের শিখায় সীমাবদ্ধ? আমার দৃষ্টিতে কালীপুজো, সৃষ্টি, মানুষের জন্ম এবং মাতৃত্বের মধ্যে রয়েছে এক জীবনদর্শন।

মা কালী সৃষ্টির শক্তির এক অনন্য প্রতীক। তাঁর মধ্যে যেমন রয়েছে ধ্বংসের প্রতীকী রূপ, তেমনই রয়েছে অশুভ বিনাশ করে নতুন সৃষ্টির পথ তৈরি করার দর্শন। প্রকৃতিও ঠিক এভাবেই চলে। পুরোনোকে সরিয়ে নতুনের আগমন ঘটে। অন্ধকার পেরিয়েই আসে আলো, আর সেই আলোর মধ্যেই জীবনের নতুন সম্ভাবনা জন্ম নেয়।

মানুষের জন্ম পৃথিবীর অন্যতম বিস্ময়কর সৃষ্টি। একজন নারীর গর্ভে যখন একটি নতুন প্রাণের সূচনা হয়, তখন শুরু হয় এক অসাধারণ যাত্রা। মাতৃগর্ভের অন্ধকারে ধীরে ধীরে বেড়ে ওঠে একটি শিশু। বাইরে থেকে সেই পরিবেশ অন্ধকার মনে হলেও, সেখানেই রচিত হয় জীবনের প্রথম অধ্যায়। মায়ের হৃদস্পন্দন, শরীরের উষ্ণতা এবং নাড়ির মাধ্যমে পাওয়া পুষ্টির মধ্যে দিয়েই তৈরি হয় নতুন জীবনের ভিত।

একজন স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ হিসেবে প্রতিদিন এই সৃষ্টির বিস্ময়কে খুব কাছ থেকে দেখার সুযোগ হয়। গর্ভধারণ থেকে সন্তান প্রসব; প্রতিটি পর্যায়ই একদিকে যেমন বিজ্ঞান, অন্যদিকে তেমনই গভীর আবেগ ও অনুভূতির বিষয়। একটি শিশুর প্রথম কান্না শুধু একটি

উত্তরবঙ্গ পৌষ মেলা ২০২৬
সকলকে জানাই সাদর আমন্ত্রণ
সকলকে জানাই দীপাবলি ও কালীপুজোর আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।
শীতের আমেজে উৎসবের আনন্দ ছড়িয়ে দিতে এবারও শিলিগুড়িতে বসতে চলেছে ঐতিহ্যবাহী উত্তরবঙ্গ পৌষ মেলা ২০২৬। স্থান মহাকাল পল্লী, সূর্যসেন পার্কের পাশে, শিলিগুড়ি। তারিখ ২৪ ডিসেম্বর ২০২৬ থেকে ৪ জানুয়ারি ২০২৭ পর্যন্ত।
শিশুদের জন্য থাকছে নানা ধরনের বিনোদনের আকর্ষণ। পাশাপাশি মেলায় পাওয়া যাবে গৃহস্থালির প্রয়োজনীয় বিভিন্ন সামগ্রী, কেনাকাটার নানা সম্ভার এবং মনোরঞ্জনের জন্য নৃত্য, সংগীতসহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। পরিবার-পরিজন ও বন্ধুদের সঙ্গে শীতের ছুটিতে আনন্দমুখর কিছু মুহূর্ত কাটাতে চলে আসুন উত্তরবঙ্গ পৌষ মেলায়।
আপনাদের উপস্থিতি ও আন্তরিক সহযোগিতাই আমাদের আয়োজনকে সার্থক করে তুলবে।
সবাইকে জানাই সাদর আমন্ত্রণ।
প্রচারে
জ্যোৎস্না আগরওয়ালা
উত্তরবঙ্গ পৌষ মেলা ট্রাস্ট, শিলিগুড়ি

পরিবারের আনন্দ নয়, সেটি নতুন জীবনের পৃথিবীতে আগমনের ঘোষণা।

মা হওয়া কোনও সাধারণ ঘটনা নয়। এটি একজন নারীর জীবনে এক গভীর শারীরিক, মানসিক ও আবেগের পরিবর্তন। মাতৃত্বের মধ্যে রয়েছে ত্যাগ, দায়িত্ব, ভালোবাসা এবং অপরিসীম ধৈর্য। তবে মনে রাখতে হবে, প্রতিটি নারীর মাতৃত্বের অভিজ্ঞতা এক নয়। কেউ সহজে মা হন, কারও দীর্ঘ অপেক্ষা করতে হয়, আবার কেউ নানা কারণে মাতৃত্বের পথে এগোতে পারেন না। তাই কোনও নারীর মাতৃত্বকে তাঁর পরিচয় বা যোগ্যতার একমাত্র মাপকাঠি হিসেবে দেখা উচিত নয়।

দীপাবলির প্রদীপের আলো আমাদের মনে করিয়ে দেয়, অন্ধকার যত গভীরই হোক, আশার আলো জ্বালিয়ে রাখা সম্ভব। মাতৃগর্ভের অন্ধকার থেকে পৃথিবীর আলোয় আসা একটি শিশুর যাত্রাও যেন সেই চিরন্তন আলোর প্রতীক। একটি নতুন শিশুর জন্মের সঙ্গে জন্ম নেয় নতুন স্বপ্ন, নতুন আশা এবং নতুন ভবিষ্যৎ।

এই কালীপুজো ও দীপাবলিতে আমাদের অঙ্গীকার হোক;প্রতিটি নারীর সম্মান, সুস্বাস্থ্য ও নিরাপদ মাতৃত্ব নিশ্চিত করা। গর্ভবতী মায়ের যথাযথ চিকিৎসা, পুষ্টি, মানসিক সহযোগিতা এবং নিরাপদ প্রসবের ব্যবস্থা করা আমাদের সকলের দায়িত্ব।

প্রদীপের আলো শুধু ঘর আলোকিত না করুক, আলোকিত করুক আমাদের চিন্তাভাবনাকেও। প্রতিটি শিশুর জন্ম হোক নিরাপদে, প্রতিটি মায়ের জীবন হোক সুস্থ ও সুন্দর।

শুভ কালীপুজো ও দীপাবলির আন্তরিক শুভেচ্ছা। একজন স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞের ভাবনায় সৃষ্টি, মাতৃত্ব ও জীবনের আলো।





আমার শৈশবের কালীপুজো

শিবেশ ভৌমিক

সভাপতি, বিধাননগর ব্যবসায়ী সমিতি, শিলিগুড়ি



সালটা ১৯৭৭ কিংবা ১৯৭৮। আজও স্পষ্ট মনে পড়ে সেই দিনগুলোর কথা। তখন আমাদের বিধাননগর গ্রামে বিদ্যুতের আলো পৌঁছয়নি। সন্ধ্যা নামলেই গোটা গ্রাম ডুবে যেত ঘন অন্ধকারে। রাতের অন্ধকার দূর করতে একমাত্র ভরসা ছিল কেরোসিনের আলো। কারও ঘরে জ্বলত কুপি, কোথাও হ্যারিকেন, লণ্ঠন কিংবা ডিমলাইট। আজকের মতো চারদিকে বৈদ্যুতিক আলোর ঝলকানি তখন কল্পনারও বাইরে।

আমাদের বিধাননগর থেকে প্রায় দুই কিলোমিটার দূরে ছিল সৈদাবাদ চা বাগান। তখন বিধাননগর ও সৈদাবাদের মধ্যে যাতায়াতের জন্য একটিই রাস্তা ছিল। গাড়িঘোড়ার প্রচলনও ছিল খুব কম। সেই সময়ের কালীপুজো কিংবা দীপাবলির আনন্দ ছিল একেবারেই অন্যরকম। অমাবস্যার ঘুটঘুটে অন্ধকারে মোমবাতির আলোয় সেজে উঠত বাড়ির উঠোন, ঘরদোর আর আশপাশের পরিবেশ। অধিকাংশ বাড়িতেই মোমবাতি জ্বালিয়েই দীপাবলির আনন্দ উদ্‌গ্বাপন করা হতো।

আমার শৈশবের দীপাবলির সবচেয়ে মজার স্মৃতিগুলোর একটি ছিল নিজেদের হাতে তৈরি এক অভিনব টর্চলাইট। নারকেলের ছোবড়া ছাড়িয়ে তার ভেতর থেকে নারকেলের খোল বা মালাই বের করে নেওয়া হতো। সেই নারকেলের খোলের সঙ্গে পাটকাঠি বেঁধে তৈরি করা হতো এক ধরনের হাতল। এরপর তার মধ্যে মোমবাতি জ্বালিয়ে তৈরি হয়ে যেত আমাদের নিজস্ব টর্চলাইট! তখন গ্রামের ছোটদের হাতে টর্চলাইট থাকার কথা ভাবাই যেত না। তাই এই



মালাইয়ের টর্চ হাতে নিয়ে অমাবস্যার অন্ধকারে বন্ধুদের সঙ্গে গ্রামজুড়ে দৌড়াদৌড়ি করার আনন্দ ছিল অপরিসীম। আজকের আধুনিক আলোর যুগে দাঁড়িয়ে সেই ছোট্ট আবিষ্কারের আনন্দের সঙ্গে কোনও কিছুর তুলনা হয় না।

তখন বিধাননগর পঞ্চায়েত এলাকায় সেভাবে কালীপুজোর আয়োজন হতো না বললেই চলে। তাই আমরা সবাই প্রায় দুই কিলোমিটার পথ পেরিয়ে চলে যেতাম সৈদাবাদ চা বাগানে। সেখানে কালীপুজো উপলক্ষে বসত জমজমাট উৎসবের আসর। বহু চা শ্রমিক, স্থানীয় গ্রামবাসী এবং আশপাশের এলাকার মানুষ সেই অনুষ্ঠানে যোগ দিতেন। রাত নটা বাজলেই শুরু হতো 'পাবলিসিটি'র আসর। সেখানে বিভিন্ন সিনেমা দেখানো হতো। পর্দায় সিনেমা দেখার সেই আকর্ষণ ছিল আমাদের কাছে এক বিরাট প্রাপ্তি। বিশেষ করে গ্রামের সাধারণ মানুষের কাছে সেই আয়োজন ছিল বিনোদনের এক অনন্য মাধ্যম। আজও চোখ বন্ধ করলে সেই সিনেমা দেখার মুহূর্তগুলো যেন স্মৃতির পর্দায় ভেসে ওঠে।

তখনকার দিনে আজকের মতো এত রকমের আতসবাজি কিংবা আলোর বাহার ছিল না। আমাদের আনন্দের উপকরণও ছিল খুব সাধারণ। খেলনা বন্দুকে ক্যাপ সেট করে ফাটানো ছিল অন্যতম মজা। আবার বন্ধুদের মধ্যে কেউ কেউ দুষ্টুমি করে চা দোকানের উনুনে চুপিচুপি লঙ্কাবাজি ফেলে দিত। সেটি ফাটার সঙ্গে সঙ্গেই চারদিকে হইচই, ছোটাছুটি আর হাসাহাসি শুরু হয়ে যেত। সেই ছোট ছোট দুষ্টুমি, বন্ধুদের সঙ্গে আনন্দ আর উৎসবের উচ্ছ্বাসই ছিল আমাদের শৈশবের দীপাবলির আসল সম্পদ।

আজ সময় অনেক বদলে গিয়েছে। গ্রামে বিদ্যুৎ এসেছে, হাতে হাতে মোবাইল, চারদিকে আধুনিক আলোর সাজসজ্জা। আতসবাজি, আলোকসজ্জা আর নানা আয়োজনের মধ্যে দিয়ে এখন দীপাবলি উদ্‌যাপিত হয়। কিন্তু সেই সাদামাটা দিনের আনন্দ, নারকেলের খোলের টর্চ হাতে অন্ধকার গ্রামে ছুটে বেড়ানো, সৈদাবাদ চা বাগানের কালীপুজোর অনুষ্ঠান আর বন্ধুদের সঙ্গে কাটানো মুহূর্তগুলো আজও আমার মনের মণিকোঠায় অমলিন হয়ে রয়েছে।

আসলে উৎসবের আনন্দ শুধু আয়োজনের জাঁকজমকে নয়, মানুষের মিলন, আন্তরিকতা আর ছোট ছোট মুহূর্তের মধ্যেই লুকিয়ে থাকে। শৈশবের সেই কালীপুজো ও দীপাবলির স্মৃতি আজও আমাকে নস্টালজিক করে তোলে।

সকলকে জানাই কালীপুজো ও দীপাবলির আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। সবার জীবন আলোকিত হোক আনন্দ, শান্তি, সম্প্রীতি ও ভালোবাসায়।



আলোর উৎসবে মনের অন্ধকার দূর হোক, শব্দবাজিমুক্ত ও পরিবেশবান্ধব কালীপুজো হোক

নির্মল কুমার পাল
(যুগ্ম সম্পাদক,শিলিগুড়ি হায়দরপাড়া স্পোর্টিং ক্লাব)



আলোর উৎসব দীপাবলি এবং শ্যামামায়ের আরাধনার পবিত্র লগ্নে সকলকে জানাই আন্তরিক প্রীতি, শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। মা কালীর আশীর্বাদে প্রত্যেকের জীবন সুখ, শান্তি, সমৃদ্ধি ও সুস্বাস্থ্যে ভরে উঠুক। দূর হোক মনের সব অন্ধকার, হিংসা, হানাহানি, বিদ্বেষ ও নেতিবাচক চিন্তা। মানুষের মধ্যে গড়ে উঠুক ভালোবাসা, সহমর্মিতা, সম্প্রীতি ও মানবিকতার বন্ধন।

দীপাবলি মানেই আলো, আনন্দ, নতুন আশা এবং অশুভ শক্তির বিনাশের বার্তা। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে, আলোর এই উৎসব যেন কোনওভাবেই অন্ধকারের উৎসবে পরিণত না হয়। উৎসবের আনন্দ উপভোগ করতে গিয়ে আমরা যেন অন্য কোনও প্রাণের কষ্টের কারণ না হয়ে উঠি। বিশেষ করে শব্দবাজি পোড়ানোর প্রবণতা নিয়ে আমাদের আরও সচেতন হওয়া প্রয়োজন।

বর্তমানে দীপাবলি ও কালীপুজোর সময় অনেক জায়গায় অতিরিক্ত শব্দে বাজি পোড়ানো হয়। এই বিকট শব্দ শুধু মানুষেরই অসুবিধার কারণ নয়, পরিবেশ এবং জীবজগতের উপরও এর গভীর প্রভাব পড়ে। বিশেষ করে শিশু, প্রবীণ মানুষ, অসুস্থ ব্যক্তি এবং হৃদরোগীদের



কাছে এই তীব্র শব্দ অত্যন্ত কষ্টদায়ক হতে পারে। অন্যদিকে, আমাদের চারপাশের অবলা প্রাণীদের কথা কি আমরা একবারও ভাবি?

রাস্তায় থাকা পথকুকুর, বিড়াল কিংবা বাড়ির পোষ্য প্রাণীরা বাজির বিকট শব্দে আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। অনেক সময় তারা ভয়ে ছোটাছুটি করে, নিরাপদ আশ্রয় খুঁজতে গিয়ে দুর্ঘটনার শিকার হয়। গাছের ডালে আশ্রয় নেওয়া পাখিরাও এই শব্দে দিশেহারা হয়ে পড়ে। তাদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হয়। অথচ এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকার অধিকার শুধু মানুষের নয়, প্রতিটি প্রাণেরই রয়েছে।

তাই এবারের দীপাবলি ও কালীপুজোয় আমাদের অঙ্গীকার হোক;শব্দবাজি নয়, আলোর আনন্দে মাতব। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করা এবং জীবজগতের প্রতি সহমর্মী হওয়া আমাদের প্রত্যেকের দায়িত্ব। উৎসবের আনন্দ তখনই সার্থক হবে, যখন সেই আনন্দে অন্য কোনও প্রাণীর আতঙ্ক বা কষ্ট থাকবে না। বাজি পোড়ানোর পরিবর্তে প্রদীপ জ্বালানো, পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানো, অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানো এবং প্রকৃতিকে ভালোবাসার মধ্য দিয়েও উৎসবকে সুন্দর করে তোলা যায়।

এ প্রসঙ্গে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তুলে ধরতে চাই। দীপাবলির আলোকসজ্জায় আমরা যদি মাটির প্রদীপ ব্যবহার করি, তাহলে একদিকে যেমন পরিবেশবান্ধব উৎসব পালন করা সম্ভব, অন্যদিকে তেমনই বাঁচানো যাবে আমাদের ঐতিহ্যবাহী মৃৎশিল্পকে। মাটির প্রদীপের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে বাংলার কুমোরদের বহু প্রজন্মের শিল্প, পরিশ্রম ও জীবিকা। আধুনিকতার দৌড়ে এই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত বহু কারিগর আজ নানা প্রতিকূলতার মুখোমুখি। আমরা যদি তাঁদের তৈরি মাটির প্রদীপ কিনে ব্যবহার করি, তাহলে তাঁদের মুখে হাসি ফোটানোর পাশাপাশি আমাদের লোকশিল্প ও সংস্কৃতিকেও বাঁচিয়ে রাখতে পারব।

এই ভাবনা থেকেই এবারের দুর্গাপুজোয় শিলিগুড়ি হায়দরপাড়া স্পোর্টিং ক্লাব মাটির কারিগর এবং বাংলার ঐতিহ্যবাহী শিল্পকলাকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে তাদের থিমের ভাবনা সাজিয়েছিল। আমাদের বিশ্বাস, উৎসবের মাধ্যমে সমাজের সামনে ইতিবাচক বার্তা তুলে ধরার একটি বড় সুযোগ তৈরি হয়। শুধু বাহ্যিক জাঁকজমক নয়, আমাদের উৎসবের সঙ্গে যদি মানুষের জীবন-জীবিকা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং পরিবেশ রক্ষার



ভাবনা যুক্ত হয়, তাহলেই সেই উৎসব প্রকৃত অর্থে সার্থক হয়ে উঠবে।

কালীপুজো আমাদের কাছে শক্তির আরাধনা, অশুভের বিনাশ এবং শুভবুদ্ধির জাগরণের প্রতীক। মা কালীর কাছে আমাদের প্রার্থনা, সমাজ থেকে দূর হোক সমস্ত অন্ধকার, কুসংস্কার, অন্যায় ও অমানবিকতা। মানুষের মনে জাগ্রত হোক বিবেক, দায়িত্ববোধ এবং পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা। আমরা যেন শুধু মন্দিরে প্রদীপ জ্বালিয়েই দায়িত্ব শেষ না করি, নিজেদের অন্তরেও মানবিকতার আলো জ্বালাতে পারি।

আসুন, এই দীপাবলি ও কালীপুজোয় আমরা কয়েকটি অঙ্গীকার করি;

শব্দদূষণ নয়, পরিবেশের সুরক্ষা।

অবলা প্রাণীর প্রতি নিষ্ঠুরতা নয়, সহমর্মিতা।

বিদেশি জাঁকজমকের প্রতিযোগিতা নয়, দেশীয় শিল্প ও কারিগরদের পাশে দাঁড়ানো।

শুধু ঘর নয়, আলোকিত হোক আমাদের মন ও সমাজ।

সকলের জীবন আনন্দ, শান্তি ও সম্প্রীতির আলোয় উদ্ভাসিত হোক। মা কালীর আশীর্বাদে সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন, নিরাপদে থাকুন।

সবাইকে জানাই শুভ দীপাবলি ও শুভ কালীপুজোর আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা।







কেনো এলে

অশোক রায় (পন্ডিচেরী)

গত সংখ্যার পর

ইন্ডিয়াতে ক্যাপিটাল সিটিগুলোতে ব্রাঞ্চ রয়েছে। প্রায়ই এদিকে আসতে হয়। তবে এবার কিছু ব্যক্তিগত কারণও ছিলো। আপনাকে বলতে বাধা নেই আমার জীবনের একটি অংশ অপূর্ন ছিল এবং অনেকদিন ধরে সেই অপূর্ণতার যন্ত্রনাটা বয়ে বেরিয়েছি। কোনো সূত্র পাচ্ছিলাম না সেটাকে সলভ করার।এবার হঠাৎ করেই পেয়ে গেলাম। তাই সেই সূত্র ধরে আলমোড়া গিয়েছিলাম। সাতদিন ছিলাম। কলকাতায় কিছু কাজ রয়েছে তাই ফিরছি।হঠাৎ মনে হলো সবসময়তো ফ্লাইটেই যাতায়াত করি-- এবার একটু ট্রেন জার্নি হউক।তাই ফ্লাইটের টিকেট ক্যানসেল করে ট্রেনে যাচ্ছি। খুব ভালো লাগছে নইলে আপনার সাথে পরিচয়ই হতো না।সাগর বললো,হতো ট্রেনে না হয়ে অনত্র হোতো।কারণ আপনার সাথে পরিচয় হওয়াটা প্রি ডেস্টিনড। ইন্টারেস্টিং,আপনি ডেস্টিনি কে মানেন। খুবই মানি।আপনার যদি কোনো অসুবিধা না থাকে তাহলে আপনার জীবনের বই এর পুরোনো পাতাগুলি একটু পড়ে শুনাবেন?অবশ্যই,কিন্তু আপনার কথাও জানতে খুব ইচ্ছে করছে।এ যাত্রায় নয় এর পরের বার।ডু ইউ মিন উই শ্যাল মিট এগেইন !নট অনলি এগেইন,ইট উইল বি এগেইন এন্ড এগেইন।আপনার বাড়িতে বসে আড্ডা দিতে দিতে আমার কথা বলবো । আপনি কোন প্রফেশন এ যুক্ত?আমি এইচ আর কনসালটেন্ট এবং কাউন্সেলিং করি।বিদেশের বিভিন্ন জায়গায় যেতে হয়।যদি কিছু মনে না করেন তাহলে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাই। করুন না মনে করার কিছু নেই।আচ্ছা আপনি কি এস্ট্রোলোজি এবং রিলেটেড সাবজেক্ট চর্চা করেন।একটা সময়ে খুব করতাম।এখন অতটা নয়।ফেট,ফ্রী উইল এবং ডেসটিনি এই বিষয় গুলো খুব ভাবাতো।কারন আমার জীবনে এমন অনেক কিছু ঘটেছে,এবং নিকট মানুষের জীবনে ঘটতে দেখেছি যার কোনো সদুত্তর পাইনি।সেটাই খোঁজ করতে গিয়ে অনেক কিছুর সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছিলাম।বড় বিচিত্র মানুষের জীবন। নানা রঙের বৈচিত্রে ভরা।আবার এমন রঙ্গও রয়েছে যার কোন নামাকরণ হয়নি। সম্ভবও নয়, কারণ সৃষ্টি কর্তা এত অনুভূতির স্তর সৃষ্টি করেছেন যার নাম দেওয়া সম্ভব নয়।সব পরে শুনবেন ,এখন আপনার কথা বলুন।আকাশ শুরু করেখুব বেশি পিছনে যাবোনা। আমার ঠাকুরদাকে তার বাবা বঙ্গ ভঙ্গ আন্দোলনের অনেক আগেই কলকাতাতে ব্যবসা করতে পাঠিয়ে দেন। উনি খুব দূরদর্শী মানুষ ছিলেন,কিছু একটা আন্দাজ করে ছেলেকে কলকাতা পাঠিয়ে দেন। পূর্ববাংলার নারায়ণগঞ্জে আমাদের আদি নিবাস।আরতদারি ব্যবসা ছিলো। বিভিন্ন রকমের জিনিসপত্র বিক্রি হত, সেই বিক্রির একটা অংশ আমরা পেতাম।টাকার অংকে বেশ ভালোই রোজগার ছিলো।বিরাট যৌথ পরিবার তাদের থাকবার ব্যবস্থাও বিরাট প্রাসাদের মতো।

ক্রমশঃ

বিশ্বে প্রথম ঐশ্বর্যশালী পরিবেশ রচনার জন্য সংগ্রহ করুন গ্রন্থ "মহাসাহিত্য"

অন্তহীন বেদনা-১ম খন্ড — অন্তহীন বেদনা-২য় খন্ড

Endless Pain - 1st Part.

বিশ্বে প্রথম গ্রন্থ " আত্মা ও মন (গাণিতিক বিশ্লেষণ)" সংগ্রহ করুন।
অঙ্কের সাহায্যে আত্মা ও মনের চরিত্র বিশ্লেষণ।
দেশ ও বিদেশের আন্তর্জাতিক জার্নালে
প্রকাশিত রচনার পূর্ণ রুপ এই গ্রন্থ।



প্রকাশক ঃ কর্পোরেট পাবলিসিটি
লেখক : নির্মলেন্দু দাস
(শরৎ পল্লী, শিলিগুড়ি)

আমি সংসারের সকল কলুষতা দূর করতে পারি

নির্মলেন্দু দাস

(শরৎ পল্লী,মুকুল দীপ, মেঘলাল রায় রোড, মোবাইল ঃ ৯৪৭৫০৮৯৩৩৭, হায়দরপাড়া, শিলিগুড়ি)



মা অর্থে শুধু জানি অর্ন্তনিহিত পবিত্র একটি শব্দ যা হৃদয়কে স্পর্শ করে । মা মানে পুরুষ ও নারীর মধ্যবর্তী ঐশ্বর্যমন্ডিত এক শক্তি। এই শক্তি প্রান নামক অদৃশ্য তরঙ্গ রুপে জীবকুলকে প্রানবন্ত রাখে। এখানে নারী ধারক, পুরুষ বাহক। প্রাণের তাগিদে প্রাণ ভূমন্ডলে থাকার জন্য মা শক্তিকে আন্তরিকভাবে আহ্বান জানায়।প্রাণের আগমনে পরিবর্তিত হয় নিজ চরিত্র। সেখানে মা নামকরনের মধ্য দিয়ের প্রাণ জগতে প্রকাশিত।

কিন্তু পবিত্রতার অভাব জনিত সমস্যার জন্য নারী কখনো বহু রুপে নিজেকে প্রকাশ করে থাকেন, এর মধ্যে অসামঞ্জস্য বুদ্ধি সম্পন্ন নারী যারা মা নামক অবস্থাকে প্রাধান্য দেন না এবং হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন, ফলতঃ অঘটনের মাত্রা বৃদ্ধি পায়।কাজেই মা হলেই মা নয়, মা মানে পবিত্র এক অবস্থা যার মূল্য অপরিসীম, যার কোন বয়স নেই। সকল কোলাহলের উর্ধ্বে থাকা চৈতন্যময় এক শক্তি। এইরুপে মাকে বিভিন্ন রুপে দেখতে পাই । সে কখনো কালী,কখনো ভৈরবী, কখনো সংহারকারিনী ,কখনো স্নেহময়ী,কখনো ধাত্রী,সততই ধরিত্রী।

তবু যখন দেখি জগৎ সংসারে মা রুপী নারীকে অসুর সম পুরুষ দ্বারী নিগৃহীত হতে হয়, তখন মনে হয়--মায়ের কোন ক্ষমতা নেই।

পশুত্ব মানুষের জন্মগত স্বভাবের জন্য চিন্তাময়ী মার যন্ত্রণার শেষ থাকে না। পশুত্ব দমনকারী হাতিয়ার মায়ের হাত নেই। রুপের মাঝে রুপের চরিত্র নিয়ে মায়ের যাওয়া আসা। কাপুরুষেরা রুপের রং নিয়ে নোংরামি করে, পশু সুলভ মন বুঝতে দেবার আগেই মা ত্রিশূল বৃদ্ধ হয়,

শক্তির কী পাশবিক ক্ষয়?

লক্ষী, সরস্বতী, পার্বতী-- এরা সবাই ধর্ষকী। গণেশ, কার্তিকেরা অসহায় পশুর পিঠে চেপে ভয়ে পালায়। কিন্তু মা শিক্ষা দিয়েছে--সহনশীলতার, মানবিকতার। কারণ--পূজায় যুক্ত হোক ধর্ষন নিধন মন্ত্র, ফেলে দাও হাতের অস্ত্র।

মা তুমি এসো মানবিকতার শক্তি নিয়ে, জন্ম দাও নবচেতনার।

সুখ সমৃদ্ধিতে ভরে উঠুক দৃষ্টি নিবদ্ধ সকল সজীবতার। মানুষের সুস্থ মানবিকতা নারীরুপী জগৎ জননীকে শ্রদ্ধা করতে শিখাক। আজকের দিনে এর বড় অভাব দেখা দিয়েছে।

অপকর্ম করেও মানুষ নির্লজ্জের মতো মাথা উঁচু করে সমাজে বাস করছে। এই ধরনের মানুষদের শিক্ষা দেবার জন্য মহামায়ার আবির্ভাব। আলোক সজ্জার মধ্য দিয়ে মা বুঝিয়ে দেয় " আমি সংসারের সকল কলুষতা দূর করতে পারি।।"

অন্ধকার কেটে যাক

উৎপল সরকার

(সাধারণ সম্পাদক, শিলিগুড়ি ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট ডেভলপমেন্ট এসোসিয়েশন)



সকলকে প্রথমেই জানাই শুভ বিজয়ার আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা। সেই সঙ্গে সকলকে জানাই শুভ দীপাবলির আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা। বাংলার জীবনে দুর্গাপুজো ও কালী পুজো গুরুত্বপূর্ণ উৎসব। এই উৎসবে আমাদের শুধু পুজোই করি না, শিক্ষা সংস্কৃতি আধ্যাত্মিকতা, স্বাস্থ্য সেই সঙ্গে ব্যবসাবাণিজ্য, শিল্প কারখানায় আমরা কিভাবে এগিয় যাবো তার প্রার্থনাও হয়। বাংলাতে আমাদের এখন বড় সমস্যা হলো কর্মসংস্থান। চাকরি না পেয়ে ছেলেমেয়েরা অনেকেই বাইরে চলে যাচ্ছে। তাই শিল্প কারখানা স্থাপন বেশ জরুরি। আমরা সবসময় শিলিগুড়ি সেবকরোড ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট ডেভলপমেন্ট এসোসিয়েশন শিল্প তালুক থেকে সবসময় শিল্প কারখানা স্থাপনের জন্য ইতিবাচক পরিবেশ তৈরির পক্ষে।আমরা চাই নতুন ছেলেমেয়েরা শিল্প কারখানা স্থাপন করুক। তাঁরা শিল্প তালুকে এসে কিভাবে শিল্প স্থাপন করতে হয় তার বিষয়ে অভিজ্ঞতা অর্জন করুক। তার পাশাপাশি জেলা শিল্প বিকাশ কেন্দ্রে উপস্থিত হয়ে সেখানে প্রয়োজনীয় আলোচনা সেরে কিভাবে শিল্প তৈরি করতে হয় তার প্রশিক্ষন গ্রহন করুক এবং প্রয়োজনীয় প্রয়াস নিক।আমরা সবসময় আমাদের সাধ্য অনুযায়ী পাশে থাকবো। সবাই ভালো থাকুক। আমরা চাই শিল্প কারখানা স্থাপনের এক শুভ বাতাবরন তৈরি হোক চারদিকে।কেটে যাক সব অন্ধকার।

কাঁচা হাতের লেখায় জীবনের পাকা কথা

(দ্বিতীয় অধ্যায়---৩৫)

'বেটা সাধনা তো ম্যায় সিদ্ধি প্রাপ্তিকে লিয়ে নহি করতা হুঁ ফির কিঁউ লগে হুয়ে হ্যায়।' মেরি সাধন সির্ফ উনকে সাথ জুড়ে রহেনেকে লিয়ে। যবতক সাধন হ্যায় তবতক ইয়হ শরীর চলেগি। যিসদিন সাধনা রুক যায়েগী , সাঁস ভি রুক যায়গী। শরীর পঞ্চভূত সে বনী হ্যায় ফির উসী পঞ্চভূত মে লীন হো যায়গী। গঙ্গার জলের দিকে তাকিয়ে বললেন--যবতক ইয়হ জলকি ধারা বঁহেগি তবতক গঙ্গা রহেগি। বেটা কর্মকে লিয়ে শরীর হ্যায়, শরীরকে লিয়ে কর্ম নহি। কর্ম এক অমর মাধ্যম হ্যায়। ইয়হ কর্ম সারা বিশ্বব্রহ্মান্ডকো এক নিয়মসে নিয়ন্ত্রিত কর রহা হ্যায়। কর্ম রুক জানে সে ইয়হ সৃষ্টি, ইয়হ ব্রহ্মান্ড লুপ্ত হো যায়গী।" কথাগুলো কিছুদিন পূর্বে ঋষিকেশের গঙ্গার ধারে এক সাধু মহারাজ বলেছিলেন।---মুসাফীর।)

(গত সংখ্যার পর)

একমাত্র নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোসের ডাকে সবাই ভেদাভেদ ভুলে এক পতাকার নিচে একত্রিত হয়েছিল। তাইতো তদানীন্তন রাজনৈতিক নেতারা তাদের অস্তিত্ব লোপ হওয়ার ভয়ে নেতাজির সঙ্গ পরিত্যাগ করে বিরোধিতা করেছিলো। ইংরেজরা দেশ ছেড়ে চলে গেছে কিন্তু যাওয়ার আগে ডিভাইড এন্ড রুল ফরমূলাটি ফ্রিতে বিলি করে গেছে। ওদের কথার মাঝে ফোনটা বেজে উঠলো, সাহাব আপকো ট্রাঙ্ককল হ্যায়। ফোনের ওপাশে অনুর উদ্বিগ্ন গলার স্বর, অভি বাবার হার্ট এটাক হয়েছে, হসপিটালে ভর্তি করা হয়েছে-- তুমি তাড়াতাড়ি চলে এসো। চিন্তা কোরো না। আমরা কালকেই পৌছে যাবো-- সব ঠিক হয়ে যাবে। দেবকে সমস্ত ঘটনাটা বলে। দেব বলে আমি ম্যানেজারের সাথে কথা বলছি, সম্ভব হলে এখনই বেরিয়ে পড়বো। তখন বিকেল চারটে ,তার ওপর মাঝেমাঝেই বৃষ্টি হচ্ছে।ম্যানেজার বললো, স্যার এই ওয়েদারে যাওয়াটা খুব রিস্কি হয়ে যাবে। আপলোগ কল সুবহ চার বজে রওয়ানা হো যাইয়ে,আরাম সে ফ্লাইট সে বহুত পহলে পহুঁচ যাইয়েগা। অগত্যা এটাই ঠিক হলো। অভি দত্তসাহেবকে ফোন করে সব জানালো। আমি এখন বেরুচ্ছি এবং সব নিজে দেখে ব্যবস্থা করছি। তুমি টেনশন কোরো না। কাল ফ্লাইটে ফিরে এসো। অনুরাধাকে আমার স্ত্রী সামলে নেবে।

(ক্রমশ)



সদস্য কোড/ নাম ও পরিচয়/সদস্যপদের মেয়াদ

বিশেষ সন্মানীয় শুভানুধ্যায়ী সদস্য পদ্মশ্রী করিমূল হক

বিশেষ সন্মানীয় শুভানুধ্যায়ী সদস্যা জ্যোৎস্না আগরওয়ালা, বিশিষ্ট সমাজসেবী ও পরিবেশবিদ, উত্তরবঙ্গ পৌষ মেলা ট্রাস্ট ও মহানন্দা বাঁচাও কমিটি, শিলিগুড়ি

বিশেষ শুভানুধ্যায়ী সদস্য পুস্পজিৎ সরকার, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও শিক্ষক, তরাই এডুকেশনাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি, দুধাজোত,খড়িবাড়ি

বিশেষ সন্মানীয় শুভানুধ্যায়ী সদস্য সামসুল আলম,প্রধান শিক্ষক

বিশেষ সন্মানীয় শুভানুধ্যায়ী সদস্য বিপ্লব সেনগুপ্ত, শিক্ষাবিদ, আইনজীবী ও সমাজসেবী, বাবুপাড়া, শিলিগুড়ি

বিশেষ সন্মানীয় শুভানুধ্যায়ী সদস্য ডাঃ সন্দীপ সেনগুপ্ত, বিশিষ্ট স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ, উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল

শুভানুধ্যায়ী সদস্য/সদস্যা তালিকা
নাম ও পরিচয়/ সদস্যপদের মেয়াদ

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন মহিলা শিক্ষিকা ও সমাজসেবী, শিলিগুড়ি ২৬/০৭/২০২৬ , ২৫/০৭/২০২৭ (১ বছর)

ডঃ বিদ্যাবতী আগরওয়ালা
রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত অধ্যাপিকা ও সমাজসেবী, শিলিগুড়ি ২৬/০৭/২০২৬ , ২৫/০৭/২০২৭ (১ বছর)

ডঃ রুচি আগরওয়ালা
আইনজীবী ও সমাজসেবী, শিলিগুড়ি ২৬/০৭/২০২৬ , ২৫/০৭/২০২৭ (১ বছর)

স্বপনেন্দু নন্দী
অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক, শিলিগুড়ি ২৬/০৭/২০২৬ তারিখে সদস্যপদ শুরু, নবীকরন ২৫/১১/২০২৬ পর্যন্ত

চিত্তরঞ্জন সরকার
প্রধান শিক্ষক, দক্ষিণ শান্তিনগর হিন্দি প্রাথমিক বিদ্যালয়, শিলিগুড়ি ২৬/০৭/২০২৬ তারিখে সদস্যপদ শুরু, -- নবীকরণ ২৫/১১/২০২৬ পর্যন্ত

জয়ন্ত সরকার
পরিবেশ কর্মী, 'সাপ বাঁচাও মানুষ বাঁচাও' রাজ্য সমন্বয় সমিতি, শিলিগুড়ি ২৬/০৭/২০২৬ তারিখে সদস্যপদ শুরু, -- নবীকরণ ২৫/০৯/২০২৬ পর্যন্ত

সঙ্গীতা বসু
শিক্ষিকা, পাঠভবন স্কুল ও সমাজসেবী, শিলিগুড়ি, শুরু ২৬/০৭/২০২৬ , ২৫/০৭/২০২৭ (১ বছর)

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন সমাজসেবী
শিলিগুড়ি ২৭/০৭/২০২৬ , ২৬/০৭/২০২৭ (১ বছর)

বিশ্বজিৎ চাকলাদার
পিতা স্বর্গীয় সুখরঞ্জন চাকলাদার, নর্থবেঙ্গল ট্যুরিস্ট সার্ভিস(শিলিগুড়ি জংশন)
জন্মতারিখ ১৭ এপ্রিল,
হবি পশু প্রেমিক এবং সমাজসেবী।
২৭/০৭/২০২৬ , ২৬/০১/২০২৭ (৬ মাস)

সুমিতা কুন্ডু
সমাজসেবী, হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি ২৭/০৭/২০২৬ তারিখে সদস্যপদ শুরু, -- নবীকরণ ২৬/০৯/২০২৬ পর্যন্ত

শেখর সাহা
হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি ২৭/০৭/২০২৬ তারিখে সদস্যপদ শুরু, -- নবীকরণ ২৬/১২/২০২৬ পর্যন্ত

প্রদীপ বড়ুয়া
সমাজসেবী, বাগডোগরা, শিলিগুড়ি ২৭/০৭/২০২৬ তারিখে সদস্যপদ শুরু, --- নবীকরণ ২৬/১১/২০২৬ পর্যন্ত

ডঃ তপতী হালদার
প্রাক্তন প্রধান শিক্ষিকা, শক্তিগড়, পি.ডব্লু.ডি. মোড়, শিলিগুড়ি ২৭/০৭/২০২৬ , ২৬/০৭/২০২৭ (১ বছর)

পায়েল সরকার
পশুপ্রেমী, শিলিগুড়ি জংশন ২৭/০৭/২০২৬ তারিখে সদস্য পদ শুরু, নবীকরণ ২৬/১২/২০২৬ পর্যন্ত

দীপিকা বন্দ্যে
সমাজসেবী, রাষ্ট্রীয় সভাপতি, জি.এইচ.আর. পিস ফাউন্ডেশন, মালবাজার ২৭/০৭/২০২৬ , ২৬/০৭/২০২৭ (১ বছর)

সুদেষ্ণা চক্রবর্তী
সহশিক্ষিকা, উদয়ন কলোনি প্রাথমিক বিদ্যালয়, সূর্যনগর, ডাবগ্রাম, শিলিগুড়ি ২৭/০৭/২০২৬ , ২৬/০৭/২০২৭ (১ বছর)

ডঃ অসমঞ্জ সরকার
কবি ও লেখক, অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক, শিবমন্দির, শিলিগুড়ি ২৮/০৭/২০২৬ , ২৭/০৭/২০২৭ (১ বছর)

কমলা সরকার
কবি ও লেখিকা, মতিলাল আবাসন, সুভাষপল্লী, শিলিগুড়ি ২৮/০৭/২০২৬ , ২৭/০৭/২০২৭ (১ বছর)

মিঠুন সাহা
ওম ট্যুরিজম, হায়দরপাড়া, শিলিগুড়ি ২৮/০৭/২০২৬ তারিখে সদস্য পদ শুরু, নবীকরন ২৭/০১/২০২৭ পর্যন্ত (৫ মাস)

শর্বরী মুখার্জি (উত্তম মুখার্জি)
সমাজসেবী, সুকান্ত পল্লী, এনজেপি, শিলিগুড়ি ২৮/০৭/২০২৬ তারিখে সদস্য পদ শুরু, নবীকরন ২৭/০৯/২০২৬ পর্যন্ত

কাকলি বসু বিশ্বাস
দেশবন্ধু পাড়া, শিলিগুড়ি; শখ;অভিনয় ও নৃত্য ২৮/০৭/২০২৬ তারিখে সদস্য পদ শুরু, নবীকরণ ২৭/১১/২০২৬ পর্যন্ত

কবিতা বণিক
মহানন্দা পাড়া, শিলিগুড়ি; লেখিকা ও সমাজসেবী ২৯/০৭/২০২৬ , ২৮/০৯/২০২৬ (১ মাস)

মৌসুমি আইচ
সমাজসেবী, হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি ২৯/০৭/২০২৬ , ২৮/০৭/২০২৭ (১ বছর)

রিঙ্কু ঘোষ
কবি, অরবিন্দ পল্লী, শিলিগুড়ি ২৯/০৭/২০২৬ , ২৮/০১/২০২৭ (৬ মাস)

বাপন দাস
সমাজসেবী ও পুলিশ কর্মী, বিধাননগর, শিলিগুড়ি২৯/০৭/২০২৬ , ২৮/১০/২০২৬ (৩ মাস)

সোনালি সামন্ত দে

রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত নার্স ও সমাজসেবী, বানারহাট ৩০/০৭/২০২৬ , ২৯/০১/২০২৭ (৬ মাস)

রিঙ্কু মিত্র পাল

কবি, লেখিকা ও সমাজসেবী, কল্যাণী, নদীয়া ৩০/০৭/২০২৬ , ২৯/০১/২০২৭ (৬ মাস)

শ্রাবনী মিত্র মন্ডল

নাট্যকার, নাট্যশিল্পী ও কবি, বাবুপাড়া, শিলিগুড়ি ৩০/০৭/২০২৬ , ২৯/০৭/২০২৭ (১ বছর)

সোমা সান্যাল চক্রবর্তী

বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী ও সমাজসেবী, অন্য ধ্রুপদ ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন,আশ্রমপাড়া,শিলিগুড়ি / ৩০.০৭.২০২৬ শুরু, নবীকরণ ২৯.১২.২০২৬ পর্যন্ত

মিমি ঘোষ

সমাজসেবী, ফ্রি লান্সার সাংবাদিক, দেশবন্ধু পাড়া, শিলিগুড়ি /৩১.০৭.২০২৬ থেকে ৩০.০৭.২০২৭ পর্যন্ত (১ বছর)

পবিত্র চ্যাটার্জী

বিখ্যাত সেতার শিল্পী, সোহিনী মিউজিক একাডেমি, নিরঞ্জন নগর, ঘোঘোমালি, শিলিগুড়ি / ৩১.০৭.২০২৬ সদস্য পদ শুরু, নবীকরণ ৩০/০৯/২০২৬ পর্যন্ত

তপনোদয় সরকার

সমাজসেবী,সূর্যনগর,
শিলিগুড়ি,
৩১/০৭/২০২৬ সদস্য পদ শুরু, নবীকরণ ৩০/০৯/২০২৬ পর্যন্ত

সজল দত্ত

সমাজসেবী, উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের কর্মী, ৩১.০৭.২০২৬ থেকে ৩০.০৮.২০২৬ পর্যন্ত (১ মাস)

ডঃ দুর্বা ব্রহ্ম

রাষ্ট্রপতি পুরস্কার প্রাপ্ত শিক্ষিকা,প্রধান শিক্ষিকা,রবীন্দ্রনগর গার্লস হাইস্কুল, শিলিগুড়ি, ৩১.০৭.২০২৬ থেকে ৩০.০৭.২০২৭ পর্যন্ত (১ বছর)

বিজয়া চক্রবর্তী

সঙ্গীত শিল্পী ও স্কুল শিক্ষিকা,সুভাষ পল্লী, শিলিগুড়ি, ০১.০৮.২০২৬ থেকে ৩১.১০.২০২৬ পর্যন্ত (৩ মাস)

অনুপ দাস

শিল্পী, দেশবন্ধু পাড়া, শিলিগুড়ি, ০১.০৮. ২০২৬ থেকে ৩১.০১.২০২৭(৬ মাস)

ডাঃ সোমজিৎ চ্যাটার্জী

দন্ত চিকিৎসক, শিলিগুড়ি ওরাল এন্ড ডেন্টাল কেয়ার ইমপ্লান্ট সেন্টার, হিলকার্ট রোড, শিলিগুড়ি,
০১.০৮.২০২৬ থেকে ৩১.০৭.২০২৭ পর্যন্ত (১ বছর)

শর্মিষ্ঠা লাহিড়ী

আন্তর্জাতিক স্ট্রেংথ লিফটার এবং সঙ্গীত শিল্পী, ভারত নগর, শিলিগুড়ি।
০১.০৮.২০২৬ থেকে ৩১.০৫.২০২৭ পর্যন্ত (১০ মাস)

মানব সরকার

পাওয়ার লিফটার,হায়দরপাড়া, শিলিগুড়ি।
০১.০৮.২০২৬ থেকে ৩১.০১ ২০২৭ পর্যন্ত (৬ মাস)

বলরাম ধর

শিক্ষক, সারদা শিশু তীর্থ সেবক রোড মাধ্যমিক বিদ্যালয়,ইস্কন রোড,হায়দরপাড়া, শিলিগুড়ি।
০২.০৮.২০২৬ থেকে ০১.১১.২০২৬ পর্যন্ত (৩ মাস)

অর্চিতা সেন

সঙ্গীত শিল্পী, রবীন্দ্র নগর নেতাজি পল্লী, শিলিগুড়ি
০২.০৮.২০২৬ থেকে শুরু, নবীকরণ ০১.১১.২০২৬ পর্যন্ত

বিকাশ মুখার্জি

অবসরপ্রাপ্ত রেল কর্মী ও সমাজসেবী, নিরঞ্জন নগর, ঘোঘোমালি, শিলিগুড়ি।
০২.০৮.২০২৬ থেকে ০১.০৮.২০২৭ পর্যন্ত (১ বছর)

সুনীতা প্রামাণিক

গৃহবধূ, দেশবন্ধু পাড়া, শিলিগুড়ি।
০২.০৮.২০২৬ থেকে ০১.০৯.২০২৬(১ মাস),নবীকরণ ০১.১১.২০২৬ পর্যন্ত

অশোক পাল

কবি, লেখক, ফুলবাগান,বহরমপুর,
মুর্শিদাবাদ
০২.০৮.২০২৬ থেকে ০১.০২. ২০২৭ পর্যন্ত (৬ মাস)

পরিতোষ চক্রবর্তী

অবসরপ্রাপ্ত অতিরিক্ত জেলা শাসক, নেশা-- আবৃত্তি, লেখালেখি, বই পড়া,লেকটাউন, শিলিগুড়ি
০৩.০৮. ২০২৬ থেকে ০২.০৮ ২০২৭ পর্যন্ত (১ বছর)

অনিন্দিতা চ্যাটার্জী

সঙ্গীত শিল্পী ও সমাজসেবী, আনন্দধারা সঙ্গীত শিক্ষা কেন্দ্র, হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি।
০৩.০৮.২০২৬ থেকে ০২.০২ ২০২৭ পর্যন্ত (৬ মাস)

অর্চনা মিত্র

কবি ও লেখিকা এবং সঙ্গীত শিল্পী ও সমাজসেবী, বাঘাযতীন কলোনি,শিলিগুড়ি।

০৩.০৮.২০২৬ থেকে ০২.০৮.২০২৭ পর্যন্ত (১ বছর)

নির্মলেন্দু দাস

কবি ও বিজ্ঞানী,শরৎ পল্লী, হায়দরপাড়া, শিলিগুড়ি

০৪.০৮.২০২৬ থেকে শুরু, নবীকরণ ০৩.১২.২০২৬ পর্যন্ত

গোপা দাস

সঙ্গীত শিল্পী ও কবি,শরৎ পল্লী, হায়দরপাড়া, শিলিগুড়ি

০৪.০৮.২০২৬ থেকে শুরু, নবীকরণ ০৩.১২.২০২৬ পর্যন্ত

স্বর্গীয় মুকুল দাস

কবি,১০১ বছর,শরৎ পল্লী, হায়দরপাড়া, শিলিগুড়ি

০৪.০৮.২০২৬ থেকে শুরু, নবীকরণ ০৩.১২.২০২৬ পর্যন্ত

চিরঞ্জীব চ্যাটার্জী

বাবার নাম স্বর্গীয় অনিল চন্দ্র চ্যাটার্জী, জন্মতারিখ১৬ আগস্ট, বিবাহবার্ষিকী ২২শে মে,

ঠিকানা অনিল এপার্টমেন্ট, ১ নম্বর নেতাজি সরনি,হায়দরপাড়া সব্জি বাজারের বিপরীতে, শিলিগুড়ি --৭৩৪০০৬

হবিভ্রমণ এবং ফটোগ্রাফি,

বিশিষ্ট সমাজসেবী, বেটার টুমোরো ফাউন্ডেশন, হায়দরপাড়া, শিলিগুড়ি

০৫.০৮.২০২৬ থেকে ০৪. ১১ ২০২৬ পর্যন্ত (৩ মাস)

বিশ্বজিৎ রায়

বিশিষ্ট নাট্য ব্যক্তিত্ব এবং স্কুল শিক্ষক, শিবমন্দির,কদমতলা,

০৫. ০৮.২০২৬ থেকে ০৪.০৯.২০২৬ পর্যন্ত (১ মাস)

সঞ্জীব দাস

শিক্ষানুরাগী, মাতঙ্গিনী ক্যাটারার,রবীন্দ্র নগর,শিলিগুড়ি

০৬.০৮.২০২৬ থেকে ০৫.০৮.২০২৭ পর্যন্ত (১ বছর)

পারমিতা বিশ্বাস

অবসরপ্রাপ্ত স্কুল শিক্ষিকা ও বাচিক শিল্পী, ওয়াই এম এ ক্লাবের কাছে, বাবুপাড়া,শিলিগুড়ি

৭.০৮.২০২৬ থেকে ০৬.০৯.২০২৬ পর্যন্ত (১ মাস)

বনানি চৌধুরী পন্ডিত

সমাজসেবী, জলপাইগুড়ি

০৮.০৮.২০২৬ থেকে ০৭.০৮.২০২৭ পর্যন্ত (১ বছর)

অলোক রঞ্জন বড়ুয়া

সমাজসেবী, হায়দরপাড়া সব্জি বাজার রোড,শিলিগুড়ি

০৮.০৮.২০২৬ থেকে ০০৭.০৮.২০২৭ পর্যন্ত (১ বছর)

উত্তম দত্ত

কলেজ কর্মী,কবি, লেখক ও সমাজসেবী, ভারত নগর,শিলিগুড়ি

০৮.০৮.২০২৬ থেকে ০৮.০২ ২০২৭ পর্যন্ত (৬ মাস)

মৃনাল কান্তি রায়

চিত্র শিল্পী ও শিক্ষক,বাবুপাড়া,বেলাকোবা,রাজগঞ্জ ব্লক,জলপাইগুড়ি

০৮.০৮.২০২৬ থেকে ০৭.০৮.২০২৭ পর্যন্ত (১ বছর)

সুপ্রিয় ব্যানার্জী

বিশিষ্ট কি বোর্ড শিল্পী, সমাজসেবী, সূর্যনগর,শিলিগুড়ি

০৮.০৮.২০২৬ থেকে ০৭.০৯.২০২৬ পর্যন্ত (১ মাস)

নীতিশ বসু

চেয়ারম্যান, পূর্নিমা বসু মেমোরিয়াল ট্রাস্ট, বিশিষ্ট সমাজসেবী, উপদেষ্টা, খবরের ঘন্টা) লেকটাউন,শিলিগুড়ি

০৮.০৮.২০২৬ থেকে ০৭.০৮.২০২৭ পর্যন্ত (১বছর)

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন শিক্ষক

জ্যোতিনগর,সেবক রোড,দুই মাইল,শিলিগুড়ি

০৯.০৮.২০২৬ থেকে ০৮.০৯.২০২৬ পর্যন্ত (১ মাস)

শিউলি চক্রবর্তী

সমাজসেবী, ক্ষুদিরাম পল্লী, সব্জি বাজার, শিলিগুড়ি

১০. ০৮.২০২৬ থেকে ০৯.০৮.২০২৭ পর্যন্ত (১ বছর)

অভিজিৎ দাস

সমাজসেবী, সুভাষ পল্লী, শিলিগুড়ি ওয়ালপেপার,

১০.০৮.২০২৬ থেকে ১০.১১.২০২৬ পর্যন্ত (৩ মাস)

সুশোভন দে

সফটওয়ার ইঞ্জিনীয়ারিং,হাউস অফ ফারি/ ক্রিক জোনের প্রতিষ্ঠাতা, লেকটাউন,শিলিগুড়ি।

১১.০৮.২০২৬ থেকে ১০.০৮.২০২৭ পর্যন্ত (১বছর)

বাসু দত্ত

সমাজসেবী, ঘোঘোমালি ফল বাজার রোড, শিলিগুড়ি

১১.০৮.২০২৬ থেকে ১১.১১.২০২৬ পর্যন্ত (৩ মাস)

অনিন্দিতা সরকার দাস

সমাজসেবী, শিক্ষিকা,

সহজযোগা মেডিটেশন সেন্টার, বানারহাট

১২/০৮/২০২৬ থেকে ১২.০২.২০২৭ পর্যন্ত (৬ মাস)

পিন্টু ভৌমিক

বিশিষ্ট সমাজসেবী, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা নিড,শিবমন্দির, শিলিগুড়ি

১২.০৮.২০২৬ থেকে ১২.০৮.২০২৭(১ বছর)

ঝুমা ভাদুড়ি
সমাজসেবী, বাচিক শিল্পী, অরবিন্দ পল্লী, শিলিগুড়ি
১২.০৮.২০২৬ থেকে ১২.১০.২০২৬ পর্যন্ত (২ মাস)

দীপক রায়
সমাজসেবী, নিউ একতা হোটেল এন্ড রেস্টুরেন্ট,শিলিগুড়ি জংশন
১২.০৮.২০২৬ থেকে ১২.০২.২০২৭ পর্যন্ত (৬ মাস)

অদিতি পি চক্রবর্তী
বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী ও কবি,ভক্তিনগর চেক পোস্ট,শিলিগুড়ি।
১২.০৮.২০২৬ থেকে ১২.০১.২০২৭ পর্যন্ত (৫ মাস)

বর্নালি বসু
বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী, দেশবন্ধু পাড়া, শিলিগুড়ি
১৪.০৮.২০২৬ থেকে ১৪. ১০.২০২৬ পর্যন্ত (২ মাস)

তন্ময় ঘোষ
পিতা- স্বর্গীয় নারায়ণ চন্দ্র ঘোষ (পার্শ্ব অভিনেতা ' চাপাডাঙ্গার বউ ও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য)
মাতা- স্বর্গীয় মিনতি ঘোষ (প্রথম সহকারি শিক্ষিকা রামকৃষ্ণ সারদামনি বিদ্যা পিঠ আশ্রমপাড়া শিলিগুড়ি) ।জন্মতারিখ- ১৪ অক্টোবর
হবি- কবিতা লেখা, ছোটদের ছড়া ও নাটক লেখা, বই পড়া।
মেয়াদ--১৬.০৮.২০২৬ থেকে ১৫.০৯.২০২৭ পর্যন্ত (১ মাস)

বিপ্লব সরকার
পিতা স্বর্গীয় বিনয় কুমার সরকার।
জন্মতারিখ --৩রা আগস্ট,
বিবাহবার্ষিকী --২৫ জানুয়ারি
পশ্চিম আশ্রমপাড়া সেবক রোড শিলিগুড়ি।
১৭.০৮.২০২৬ থেকে ১৭.০২.২০২৭ পর্যন্ত (৬ মাস)

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক ব্যক্তি
শিলিগুড়ি, ১৮.০৮.২০২৬ থেকে ১৭.০৮.২০২৭(১ বছর)

বুলবুল বোস
স্বামী অনির্বান বোস(আইনজীবী), বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী, জন্মতারিখ অক্টোবর, সুভাষ পল্লী, শিলিগুড়ি।
মেয়াদ ১৮.০৮.২০২৬ থেকে ১৭.০৮.২০২৭(১ বছর)

সোমা দত্ত
প্রযত্নে স্বর্গীয় কুমুদিনী কান্ত দত্ত, ভুজিয়াপানি,বাগডোগরা,
জেলা দার্জিলিং, প্রাক্তন ভুগোল শিক্ষিকা(ফাঁসিদেওয়া হাইস্কুল),
মাস্টার গেমস প্লেয়ার(ভেটারেন্স)
২১.০৮.২০২৬ থেকে ২১.১০.২০২৬ পর্যন্ত (২ মাস)

সুমিতা দাশগুপ্ত
স্বামী দেবাশীষ দাশগুপ্ত, দক্ষিন দেশবন্ধু পাড়া, শিলিগুড়ি। জন্মতারিখ ১১ জানুয়ারি, বিবাহবার্ষিকী ৮ ফেব্রুয়ারী, হবি পশু প্রেমিক
২৩.০৮.২০২৬ থেকে ২৩.১১.২০২৬ পর্যন্ত (৩ মাস)

অসীমা চক্রবর্তী
স্বামী শৈলেশ্বর চক্রবর্তী, অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকা,সুভাষ পল্লী, শিলিগুড়ি
জন্ম তারিখ ১ জানুয়ারি
বিবাহবার্ষিকী ২৩ শে জানুয়ারি
হবি বই পড়া,রবীন্দ্র সঙ্গীত শোনা
২৪.০৮.২০২৬ থেকে ২৩.০৮.২০২৭ পর্যন্ত (১ বছর)

অশোক রাউত
সমাজসেবী, পিতা ননি গোপাল রাউত,রাসবিহারী সরনি, হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি
জন্মতারিখ ১০ সেপ্টেম্বর
মেয়াদ২৭/০৮/২০২৬ থেকে ২৭/১১/২০২৬ পর্যন্ত (৩ মাস)

দুলাল দত্ত
অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক,শিবমন্দির, শিলিগুড়ি
মেয়াদ০১.০৯.২০২৬ থেকে ০১.১০.২০২৬ পর্যন্ত (১ মাস)

ডাঃ কৌস্তুভ ভৌমিক
দন্ত চিকিৎসক, বাবা তপন ভৌমিক, ৪৭/৩৩ জে সি বোস রোড, হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি --৭৩৪০০১,জন্মতারিখ ১১ মে, বিবাহবার্ষিকী ২৬ নভেম্বর, ডেন্টাল সার্জন,
হবি বন্যপ্রাণীর ছবি তোলা।
মেয়াদ২ /০৯/২০২৬ থেকে ০১/০৯/২০২৭ পর্যন্ত (১ বছর)

নাম প্রকাশ অনিচ্ছুক একজন স্বাস্থ্য কর্মী ও সমাজসেবী
মেয়াদ ০২/০৯/২০২৬ থেকে ০২/০৩/২০২৭ পর্যন্ত (৬ মাস)

তুহিন শুভ্র মন্ডল
শিক্ষক, সমাজসেবী, পরিবেশকর্মী,
পিতা স্বর্গীয় নিমাই চন্দ্র মন্ডল,
মাতা তৃপ্তিকনা মন্ডল,
বেলতলা পার্ক,
বালুরঘাট
দক্ষিন দিনাজপুর
জন্মতারিখ ১ জুন
শখ খেলাধূলা , বই পড়া, মাছ ধরা
মেয়াদ ৫/০৯/২০২৬ থেকে ০৫/০২/২০২৭ পর্যন্ত (৫ মাস)

মুনমুন সরকার
স্বামী ড. অসমঞ্জ সরকার
ঠিকানা ইউনিভার্সিটি এভিনিউ। গেট নং ২, ল-কলেজের পেছনে।
পোঃ উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়।
জেলা দার্জিলিং।
পিন ৭৩৪০১ ।
পশ্চিম বঙ্গ।
জন্ম তারিখ ১০ জানুয়ারি
বিবাহ বার্ষিকী ১৭ জানুয়ারি
হবি বই পড়া , গান শোনা ও বেড়ানো।
মেয়াদ ০৯/০৯/২০২৬ থেকে ০৮/০৯/২০২৭ পর্যন্ত (১ বছর)

জুঁই ভট্টাচার্য
স্বামী - সুবল ভট্টাচার্য
ঠিকানা - প্রতিভালয়, দ্বিতীয় তল।
মাইকেল মধুসূদন দত্ত সরণি, পূর্ব বিবেকানন্দ পল্লী। দুধ মোর।
শিলিগুড়ি -৬
বর্তমান নিবাস- নিউ আলিপুর, কলকাতা।
পেশা - শিল্পী, স্পেশাল এডুকেটর,
জন্মতারিখ - ১লা জানুয়ারি
বিবাহ বার্ষিকী- ১২ই ডিসেম্বর
হবি-- গল্পের বই পড়া, সঙ্গীত শোনা,ভ্রমণ, গাড়ি চালানো, রান্না করা, মানুষের সঙ্গে মেশা,প্রকৃতি প্রেম
মেয়াদ--- আগস্ট ২০২৬ থেকে জানুয়ারি ২০২৭(৬ মাস)

সঞ্জীব মন্ডল
পিতারাজেন্দ্রনাথ মন্ডল
জন্মতারিখ ২৫ মার্চ
দক্ষিন শান্তিনগর,ডাবগ্রাম,শিলিগুড়ি --৪ , জেলা জলপাইগুড়ি।
পেশা ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট
হবি সাংবাদিকতা।
মেয়াদ ০২/১০/২০২৬ থেকে ০২/০৪/২০২৭(৬ মাস)

ডাঃ সন্দীপ সেনগুপ্ত
পিতা স্বর্গীয় স্বপন কুমার সেনগুপ্ত
জন্মতারিখ ৪ঠা আগস্ট
বিবাহবার্ষিকী ২৪ জানুয়ারী
ঠিকানা শান্তিনিকেতন কমপ্লেক্স, সুশ্রুতনগর,উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল, দার্জিলিং
পেশা চিকিৎসক
হবি/ নেশা সঙ্গীত চর্চা, সৃজনমূলক লেখা, বিতর্ক-আলোচনা।

সামসুল আলম
প্রধান শিক্ষক,পিতা স্বর্গীয় খাদেম রসুল,
জন্মতারিখ ৭ সেপ্টেম্বর
বিবাহবার্ষিকী ১৮ মে
ঠিকানা উত্তরা,আসরফনগর,শিলিগুড়ি
হবি ফুল চাষ।
মেয়াদ ২৬ অক্টোবর ২০২৬ থেকে ২৫ অক্টোবর ২০২৭(১ বছর)

শুভানুধ্যায়ী সদস্যদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিজ্ঞপ্তি

খবরের ঘন্টার শুভানুধ্যায়ী সদস্যপদ শুধুমাত্র একটি সদস্যপদ নয়; এটি এক ধরনের 'মাইক্রো বিজ্ঞাপনও'।
তাই সকল সদস্য/সদস্যাকে অনুরোধ করা হচ্ছে, নির্ধারিত সদস্যপদের আবেদনপত্র পূরণ করে ৯৬৪১৮৫৯৫৬৭ নম্বরে পাঠিয়ে দিন।
আবেদনপত্র পাওয়ার পর খবরের ঘন্টার বিশেষ রঙিন ডিজিটাল সংস্করণে প্রতিটি সদস্যের নাম, পরিচয় ও প্রয়োজনীয় তথ্য প্রকাশ করা হবে মাইক্রো বিজ্ঞাপন হিসেবে।
উল্লেখ্য যাঁরা নিয়মিত বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপন দিয়ে আসছেন, তাঁদের বিজ্ঞাপনের সঙ্গে এই শুভানুধ্যায়ী সদস্যপদের কোনো সম্পর্ক নেই। নিয়মিত বিজ্ঞাপন পূর্বের নিয়মেই প্রকাশিত হবে।

ডিজিটাল স্বীকৃতিপত্র

প্রতিটি সদস্য/সদস্যাকে তাঁদের নিজস্ব মেম্বার কোড সহ একটি ডিজিটাল সার্টিফিকেট (ডিজিটাল স্বীকৃতিপত্র) হোয়াটসঅ্যাপ -এর মাধ্যমে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে।
সদস্যপদের আবেদনপত্র পাওয়ার পর খবরের ঘন্টার বিশেষ রঙিন ডিজিটাল সংস্করণে সদস্যের নাম, পরিচয় ও প্রয়োজনীয় তথ্য মাইক্রো বিজ্ঞাপন আকারে প্রকাশ করা হবে। প্রকাশের পর সেই ডিজিটাল সংস্করণ সকল সদস্যের হোয়াটসঅ্যাপে -এ পাঠিয়ে দেওয়া হবে।
সম্পাদক বাপি ঘোষের পক্ষ থেকে
খবরের ঘন্টা পরিবারের সকল শুভানুধ্যায়ী সদস্য ও সদস্যাদের জানাই আন্তরিক অভিনন্দন, শুভেচ্ছা, ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতা।
আপনাদের আন্তরিক আস্থা, ভালোবাসা ও সহযোগিতাই আমাদের পথচলার সবচেয়ে বড় শক্তি। ইতিবাচক সাংবাদিকতা, মানবিক মূল্যবোধ এবং সমাজের ভালো কাজকে মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার যে অঙ্গীকার নিয়ে খবরের ঘন্টা এগিয়ে চলেছে, সেই যাত্রায় আপনাদের পাশে পেয়ে আমরা সত্যিই গর্বিত ও অনুপ্রাণিত।
আমাদের বিশ্বাস, আপনাদের মূল্যবান পরামর্শ, উৎসাহ ও সহযোগিতায় আগামী দিনেও খবরের ঘন্টা আরও সমৃদ্ধ, শক্তিশালী ও মানুষের আরও কাছাকাছি পৌঁছাবে।

ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন।
ইতিবাচকতার পাশে থাকুন।
খবরের ঘন্টার সঙ্গেই থাকুন। তবে এখন শুভানুধ্যায়ী সদস্যপদ শুধু ৬ মাস বা ১ বছরের জন্য গ্রহণ করা হচ্ছে। নতুন করে আর সদস্যপদ এক মাস,তিন মাস,পাঁচ মাসের জন্য গ্রহণ করা হচ্ছে না।